কৃষ্ণকুমারী

ঐতিহাসিক নাটক

শ্রীঅতুলানন্দ রায়
বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যভারতী

প্রকাশক :
"অরোরা"র পক্ষে
শ্রীআশালতা রায়
● মনোভিলা ●
দেশবন্ধু নগর।
২৪ পরগণা।
(কলিকাতা-৩০)

প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

...প্রাপ্তিস্থান...

মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয় ও প্রকাশকের নিকট।
কলিকাতার প্রতিনিধি,—শ্রীঅক্ষয়কুমার গুহ,
২৯।১, শঙ্কর হালদার লেন, হাটখোলা, কলিকাতা—৫

মুদ্রাকর—শ্রীফণীভূষণ বসু রায়চৌধুরী
হিন্দুস্থান প্রেস
১০, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

আমার

পরমারাধ্য পিতৃদেব

স্বর্গত মনোমোহন রায়

মহোদয়ের শ্রীচরণ কমলেষু

শ্রীঅতুলানন্দ রায়

১৩৫৯

নিবেদন...

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে, মহাকবি মাইকেল 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ন্যাশনাল থিয়েটারে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' মহাসমারোহে অভিনীত হয়।

মহাকবি মাইকেল রচিত "কৃষ্ণকুমারী নাটক-ই" বাঙ্গালা ভাষায় রচিত ও নাট্যমঞ্চে রূপায়িত প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। রাজপুত জাতির ইতিবৃত্ত লেখক স্বনামখ্যাত কর্ণেল জেম্‌স্ টড মহোদয়ের "রাজস্থান" নামক গ্রন্থের দুই খণ্ডেই কৃষ্ণকুমারীর জীবনী বিবৃত হইয়াছে। "কৃষ্ণকুমারী নাটক"এর গল্পাংশ রচনায় মাইকেল. সর্বাংশে কর্ণেল টডের বিবৃতির অনুসরণ করেন নাই। নাটক ইতিহাস নয় ; টডের রাজস্থান ইতিহাসিক বিবৃতি। মহাকবি মাইকেলের "কৃষ্ণকুমারী নাটক" এক মর্মান্তিক কাহিনী মূলক অনবদ্য মধুর সঙ্গীত।

মেবার রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পতন ও পরবর্তী পরাধীনতার সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীর সুরুতে দুর্দান্ত মোগল শক্তির অবনতির পর, রাজপুত, পাঠান, মারাঠা, জাঠ, রোহিল্লাগণের স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য বিস্তৃতির উদ্যোগ-পর্বে ওই পরস্পর বিদ্বেষী শক্তি সমূহের মধ্যে ভেদনীতির মাধ্যমে উহাদিগকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া কূটনীতি বিশারদ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ,

অবশেষে উহাদের দ্বারাই যে পথে ভারতীয় রাজশক্তি, স্বদেশানুরাগ, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠক প্রত্যেকেই জানেন। তাঁহারা জানেন, অনিন্দ্য সুন্দরী গ্রীক-রমণী হেলেনার জন্য ট্রয় এবং পরিণামে সমগ্র গ্রীস্ ধ্বংস হইবার ন্যায়, "রাজস্থানের ফুল্লনলিনী" মেবার রাজকন্যা কুমারী কৃষ্ণকুমারীর জন্য মেবার ও সমগ্র রাজস্থানের শক্তি সমৃদ্ধি ও সংহতি ধ্বংস হইয়াছিল এবং উহার অনতিকাল পরেই দেশব্যাপী ধ্বংস লীলার সুযোগে বৃটিশ শক্তি হিন্দুস্থানকে গ্রাস করিয়াছিল। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে সে এক দুরপণেয় কলঙ্ক; মানব মনের সর্বভুখ আদিমতম ক্ষুধার সে এক নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশ!

এরূপ মর্মান্তিক ঐতিহাসিক কাহিনীমূলক "কৃষ্ণকুমারী" নাটকে, শ্রদ্ধাপূর্বক সত্যানুসরণ করিতেই চেষ্টা করিয়াছি। ইতিহাসের নির্দেশ অপ্রিয় হইলেও সত্য ...সত্য চিরকালই কল্পনার চেয়েও রোমাঞ্চকর।

এই নাটক রচনায় পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক শ্রীমন্মথ মোহন বসু, সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, নাট্য-রসিক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায় মহোদয়গণ একাধিক ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমি চিরঋণী।

ইতি—১৫ই, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯ সাল।

● মনোভিলা ●
দেশবন্ধু নগর. ২৪, পরগণা

শ্রীঅতুলানন্দ রায়

চরিত্র

পুরুষগণ...

ভীমসিংহ	...	মেবারের মহারাণা
সতীদাস	...	ভীমসিংহের প্রধান অমাত্য
জগৎসিংহ	...	জয়পুরের মহারাজা
শিউনারায়ণ	...	জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী
কাব্বাস্উদ্দীন্	...	জয়পুরের পররাষ্ট্র সচিব
মৌজীরাম	...	জগৎসিংহের পার্শ্বচর
দৌলতরাও সিন্ধিয়া		মহারাষ্ট্রাধিনায়ক পেশোয়ার প্রতিনিধি
অম্বজী	...	মারাঠী সৈন্যাধ্যক্ষ
তুকাজী	...	দৌলতরাও সিন্ধিয়ার দেহরক্ষী
দীর্বইন	...	দৌলতরাও সিন্ধিয়ার বেতনভোগী ফরাসী গোলন্দাজ
আমীর খাঁ	...	পাঠান দস্যু সর্দার
জামসেদ	...	আমীর খাঁর অনুচর

রক্ষীগণ, নাগরিকগণ, বৈষ্ণবগণ...

স্ত্রীগণ

রত্নাবাঈ	...	মেবারের মহারাণী, ভীমসিংহের পত্নী
কৃষ্ণকুমারী	...	ভীমসিংহের কন্যা
রামপ্যারী	...	রত্নার পরিচারিকা
তুলসী	...	শ্রীনাথজীর সেবাইত, বৈষ্ণবী
বাইজাবাঈ	...	দৌলতরাও সিন্ধিয়ার পত্নী
রোশেনা বাই	...	জগৎসিংহের রক্ষিতা নর্তকী

কুলনারিগণ, নর্তকিগণ...

স্থান...নাগপুর...জয়পুর...উদয়পুর...মেবার

কাল...১৮০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ।

কৃষ্ণকুমারী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[নাগপুরে দৌলত রাও সিন্ধিয়ার দুর্গাবাস। কাল প্রভাত। কক্ষমধ্যে প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট বলিষ্ঠ যুবক দৌলত রাও পত্রাদি পাঠ করিতেছিল এবং পাঠান্তে দুই একখানি রাখিয়া অন্যান্য পত্রাদি পার্শ্বস্থ জ্বলন্ত অগ্নিপাত্রে নিক্ষেপ করিতেছিল। অদূরে উপবিষ্টা সুন্দরী যুবতী বাইজা বাঈ একখানি তরবারী পরিষ্কার করিতেছিল। কক্ষ প্রাচীরে বিলম্বিত নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র। একখানি পত্র পাঠান্তে দৌলত রাও অস্ফুটোচ্চারিত হাসির আওয়াজ করিয়া, উহা অগ্নিপাত্রে নিক্ষেপ করিল।]

দৌলত। স্পর্ধা ইংরেজের! (সহসা পত্রখানি উঠাইয়া আগুন নিভাইয়া) খেসারতি চায়!! তানোজী!…(বৃদ্ধ তানোজীর প্রবেশ ও অভিবাদন)…ইংরেজের এই পত্রের উত্তর দিন…(পত্র প্রদান)… খেসারতি · সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, জয়পুরাধিপতি জগৎ সিংহের সঙ্গে সখ্যর চুক্তি ক'রে ক্যাপ্টেন মন্‌সন্‌কে পাঠিয়েছিল জয়পুরের সাহায্যে আজমীর কেল্লা মারাঠার বে-দখল করতে…

তানোজী। সেই অভিযান থেকে একমাত্র মন্‌সন্‌-ই পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে।…আর কেউ ফেরেনি। না ইংরেজ না জয়পুরী…

দৌলত। মারাঠারও ক্ষতি হয়েছে তো!

তানোজী। হয়েছে বই কি!

দৌলত। ক্ষতিপূরণ করতেই ইংরেজের সুরাট কুঠি লুণ্ঠন করা হয়েছে।...লিখুন ইংরেজ কে।...লিখুন, মারাঠা খেসারতি দেয়না, নেয়।

[অভিবাদনান্তর তানোজীর প্রস্থান। প্রৌঢ় সেনাপতি অম্বজীর প্রবেশ ও অভিবাদন। দৌলত রাও সসম্ভ্রমে প্রত্যভিবাদন করিল।]

অম্বজী। সর্বস্ব ফেলে হোল্‌কার ইন্দোর থেকে পালিয়েছে।

দৌলত। হোল্‌কারের অনুসরণ করুন...কোন মতেই সে আবার মেবারে প্রবেশ করতে না পারে...

[অভিবাদনান্তর অম্বজীর প্রস্থান। উত্তেজিত ভাবে দৌলত সম্মুখে আসিল। বাইজাও তাহার নিকটে আসিল।]

বাইজা। কি করেছে হোল্‌কার?

দৌলত। মলহর রাও হোল্‌কার মেবারের বিদ্রোহী চন্দাবত্ সর্দারদের যোগসাজে, আমার অজ্ঞাতে মেবার থেকে মারাঠার প্রাপ্য বাকি বিশলক্ষ টাকা আদায় করতে, মেবার লুণ্ঠন করছিল...

বাইজা। (উৎকণ্ঠিতাভাবে) তারপর?

দৌলত। অবাধ লুণ্ঠন থেকে অব্যাহতি পেতে মহারাণা ভীমসিংহ অর্থাভাবে, রাজকীয় রত্নালঙ্কার দিয়ে মলহরের দাবী মিটিয়েছেন...

বাইজা। বংশাগত রত্নালঙ্কার দিয়ে !!!

দৌলত। মলহর তা' নিয়ে ইন্দোরে ফিরে এসেছে...আমাকে জানায়ওনি। দীবঁইনকে পাঠিয়েছি ইন্দোরে...

[ধূলিধূসর বেশে ফরাসী গোলন্দাজ-সেনানায়ক দীবঁইনের প্রবেশ ও অভিবাদন। তাহার পশ্চাতে একটি নাতিবৃহৎ লৌহপেটিসহ ফরাসী সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ, দৌলত রাওয়ের সম্মুখে পেটি রাখিয়া অভিবাদন ও নীরবে প্রস্থান। উহাদিগকে দেখিয়া বাইজা বাঈ অন্তরালে প্রস্থান করিল।]

দীবঁইন। মেওয়ার জুয়েলারীজ্ (পেটির চাবি দৌলতকে প্রদানান্তর) হোল্‌কার ভ্যানিস্‌ড্…পারলো না এ্যারেষ্ট্ করুটে… আপ্‌সোস্!

দৌলত। ফরাসোবীব দীবঁইন,…

দীবঁইন। ইওর্ এক্‌সেলেন্সী!

দৌলত। আমার স্বর্গত পিতার ইচ্ছায় তুমি যে দুর্ধর্ষ গোলন্দাজ বাহিনী গড়েছো, পারবে তাদের নিয়ে মেবারের সূর্যতোরণ ভেঙে উদয়পুর গড়ে প্রবেশ করতে?

দীবঁইন। কান্‌ট্ আই!! পারবে না?

দৌলত। সহজ নয় তোপ দেগে উদয়পুর ফোর্ট টলানো… বাইজা বাঈ! (বাইজার প্রবেশ…দীবঁইন বাইজাকে অভিবাদনান্তর সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল) বাইজা, তুমি তো মেবারী…দেখে চিনতে পারবে মেবারের মহারাণাদের রত্নালঙ্কার!

বাইজা। মেবার রাজবংশের অলঙ্কারে সূর্যমূর্তি চিহ্নিত থাকে!

দৌলত। ছাখ তো…খোল দীবইন (চাবি প্রদান)

[পেটি খুলিয়া দীবঁইন লোহডালা টানিয়া ধরিল। অভ্যন্তরস্থ রত্নালঙ্কার দেখিয়া বেদনায় বিহ্বলভাবে বাইজা নতশিরে অশ্রু বিসর্জন করিল। দীবঁইন পেটি বন্ধ করিয়া চাবি প্রত্যর্পণ করিল।]

দৌলত। দেখ্‌লে?

বাইজা। (সাশ্রুনয়নে) দেখলাম…অতীতের ঐতিহ্য জড়িত জরোয়া…কত মেবারীর স্নেহ প্রেম শ্রদ্ধার শত তাজমহল!

দৌলত। মহারাণা তাও দিয়েছেন দস্যুর দাবী মেটাতে, কিন্তু… আভিজাত্য গর্বী এই মহারাণা ভীমসিংহ.. (উত্তেজিতভাবে ক্ষণকাল পরিক্রমণ করিয়া, অর্ধস্বগত ভাবে) পিতৃব্য মাধাজী সিন্ধিয়া আমার

জন্ম মেবার রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর পাণি প্রার্থনা করেছিলেন ব'লে মহারাণা ভীমসিংহ তাঁকে উপহাস করেছিলেন,—"চাষীর ছেলের হাতে মেবারের রাজকন্যা !!"···চাষীর ছেলে···(নত শিরে বাইজা প্রস্থান করিতেছিল) বাইজা বাঈ !

বাইজা। (ফিরিয়া) প্রভু !

দৌলত। পারবে মারাঠী চাষী মায়েদের পক্ষ থেকে এই রত্নপেটি মহারাণাকে ফিরিয়ে দিতে ?

বাইজা। (সাশ্রুনয়নে সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ চাহিয়া সোল্লাসে) পারবো···

দৌলত। প্রস্তুত হয়ে এসো··· (সোল্লাসে বাইজার প্রস্থান)··· তুমিও যাবে দীবঁইন···(দীবঁইন সানন্দে অভিবাদন করিল)···সঙ্গে যাবে পাঁচ হাজার মারাঠী অশ্বারোহী সৈনিক, পাঁচশ' ফরাসী তোপ্···

দীবঁইন। (অভিবাদনান্তর সোল্লাসে) এ্যাজ্ ইউ প্লিজ্···

দৌলত। (সরোষে) কৈফিয়ৎ দাবী করবে, কেন মহারাণা ভীমসিংহ আমার অজ্ঞাতে মহামান্য পেশোয়ার প্রাপ্য অর্থ দিয়েছেন প্রবঞ্চক মলহরকে !

দীবঁইন। কৈফিয়ৎ না মিল্‌বে ?

দৌলত। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) না মিলবে তো অবরোধ করবে মেবার···

দীবঁইন। (সোল্লাসে) হোপ্‌লা···

[অভিবাদনান্তর দীবঁইন সোল্লাসে প্রস্থান করিয়া বিগল্ বাজাইল।]

দৌলত। চাষীর ছেলে···হিন্দুস্থানের কল্যাণে, হিন্দুজাতির আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সাহিয়াদ্রীর অখ্যাত চাষী মজুর পাহাড়ীদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে মহামান্য শিবাজী যে দুর্ধর্ষ মারাঠা জাতির সৃষ্টি

করেছেন, তারা মানুষ নয়…তাদের রক্ত রাজপুতের মতোই লাল নয় যেন!

[তানোজীর প্রবেশ ও অভিবাদন।]

তানোজী। জয়পুর থেকে এই পত্র নিয়ে এসেছে কাব্বাস্‌উদ্দীন্ খাঁ ··(পত্র প্রদান) ··

দৌলত। কে?

তানোজী। কাব্বাস্‌উদ্দীন খাঁ…আগে তব্‌লা বাজাতো…ওস্তাদ… জয়পুরের মহারাজার নজরে প'ড়ে এখন তাঁর পর-রাষ্ট্র সচিব।

দৌলত। ডাকো…

[তানোজীর প্রস্থান। দৌলত আসনে উপবেশন করিয়া পত্র পাঠ করিল। তানোজী ও তৎপশ্চাৎ একটি রেশ্‌মী থলিয়া হস্তে মধ্যবয়স্ক পাঠান কাব্বাস্‌উদ্দীনের প্রবেশ ও অভিবাদন। তানোজীর প্রস্থান। দৌলত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাব্বাস্‌কে নিরীক্ষণ করিল।]

দৌলত। আপনিই কাব্বাস্‌উদ্দীন্ সাহেব?

কাব্বাস। হুজুর…আর এই ওই পত্রোল্লিখিত নজরাণা… (থলিয়া দৌলতের সম্মুখে রাখিয়া)…সহস্র মোহর…

দৌলত। খুলুন…কে এই পত্র লেখিকা রোশেনা?

কাব্বাস। (উন্মুক্ত থলিয়া হইতে এক মুষ্টি মোহর দৌলতকে দিয়া)…জয়পুরাধিপতি মহারাজ জগৎসিংহের রক্ষিতা পাঠান বাইজী।

দৌলত। (মোহর দেখিয়া) জয়পুরী মোহরে কে এই রমণী?

কাব্বাস। রোশেনা বাইজী…

দৌলত। কস্‌বীর মুখ চল্‌তি মোহরে !!!

কাব্বাস। ওই কাস্‌বী-ই অর্ধেক জয়পুর-রাজ্যের মালিক, সিন্ধিয়া!

দৌলত। বলে কি! নেশার খেয়াল!

কাব্বাস। (পরিচ্ছদাভ্যন্তর হইতে দানপত্র বাহির করিয়া) দেখুন এই দানপত্র...মহারাজ জগৎসিংহের স্বাক্ষর মাননীয় সিন্ধিয়ার অপরিচিত নয়। (দান পত্র প্রদান)

দৌলত। (দলিল দেখিয়া) তাই তো...মহারাজ জগৎসিংহের স্বাক্ষর-ই তো! তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির অর্ধাংশের মালিক বাইজী রোশেনা !!!

কাব্বাস। রোশেনার প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে তাকে সমর্থন করলে, এই পত্রানুযায়ী কার্য্যশেষে, লক্ষ মোহর সেলামীর প্রতিশ্রুতি, মাননীয় সিন্ধিয়া বিশ্বাস করতে পারেন...জামিন ওই দলিল।

দৌলত। (উঠিয়া) কিন্তু আমি কোন্ অধিকারে যাবো এই ঘরোয়া ব্যাপারে বাধা দিতে! জয়পুরাধিপতি জগৎসিংহ মেবার রাজকন্যার পাণি প্রার্থী হয়ে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন, মেবারনন্দিনী কৃষ্ণকুমারীর পিতা মহারাণা ভীমসিংহ-ই সে প্রস্তাব অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করবেন। আমি কে? আমি কি ক'রে এই বিবাহ বন্ধ করবো! এতো একটা কেল্লা ছিনিয়ে নেওয়া নয়...ফিরিয়ে দেওয়াও নয়...

কাব্বাস। মহারাণা ভীমসিংহ মহারাজ জগৎ সিংহের প্রস্তাব অনুমোদন করার পূর্বে, রাজস্থানের ফুল্ল নলিনী মেবার রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর যোগ্যতম পাত্র মাননীয় সিন্ধিয়াও যদি...

দৌলত। (বাধা দিয়া) হয় না। কৃষ্ণকুমারীর পিতা সূর্যবংশধর মহারাণা আর আমি...(থলিয়া নির্দেশ করিয়া) তুলে নিন...রোশেনা বাইজীকে বলবেন...

[তানোজী সহ বলিষ্ঠ ভীষণাকৃতি পাঠান দস্যু সর্দার আমীর খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন। তানোজীর প্রস্থান।]

দৌলত। আমীর খাঁ !!!

আমীর। তস্‌লিমাৎ ! কাব্বাস্ উদ্দীন খাঁ, হুসিয়ার···তুমিও না ধরা পড়।···মহারাজ জগৎ সিংহের হুকুমে রোশেনা বাইজী জয়পুরী কয়েদখানা চন্দনগড়ে বন্দিনী···

কাব্বাস। সে কি !!!

আমীর। রোশেনাই কায়দা ক'রে আমাকে খবর পাঠিয়েছে ·· তোমাকে হুসিয়ার ক'রে দিতে।···ইয়ার, তবল্‌চীকে ভোলে নি সে। হাঃ হাঃ হাঃ হা; !

কাব্বাস। উপায় ?

আমীর। উপায় সিন্ধিয়া।···সিন্ধিয়া নারাজ হয় তো বাজীমাৎ করবে ইংরেজ !

দৌলত। ইংরেজ !!

আমীর। ফির্ ? হিন্দুস্থানে পহেলা দোস্তির চুক্তি হয়েছে জয়পুর আর ইংরেজে···

দৌলত। বাতিল হয়েছে মন্‌সনের পরাজয়ে···

আমীর। ওসব ইংরেজের চালবাজী···দু'চার হাজার ফিরীঙ্গি তব্‌কী নিয়ে হিন্দুস্থানের মসনদ্ দখল করা যায় না, ওরা জানে। দিল্লীর মোগল দুব্‌লা···মারাঠা পাঠানদের কায়দা করতে হ'লে ইংরেজের চাই-ই রাজপুতদের দোস্তি···এই সাদীর মোকায় ইংরেজ-ই মদত্ দেবে জয়পুরকে···

কাব্বাস। জয়পুরের খাতিরে মেবারও তখন দোস্তি করবে ইংরেজের সঙ্গে···

আমীর। জরুর। রাজপুত আর ইংরেজ একজোট হলেই পাঠান রোহিল্লা জাঠ্ মারাঠা সব খতম।

দৌলত। আমীর খাঁ !

আমীর। হুজুর!

দৌলত। পার জয়পুরী কয়েদখানা থেকে কসুবী রোশেনাকে খালাস করতে?

আমীর। পিছে?

[দৌলত সহাস্যে দক্ষিণ হস্ত বাড়াইল, আমীর খাঁ সোল্লাসে সশব্দে দৌলতের প্রসারিত হস্ত চাপিয়া ধরিল।]

আমীর। কবুল?···(দৌলত মাথা হেলাইয়া সম্মতি প্রকাশ করিল) ···কবুল···আরাবল্লীতে আমার ছাউনিতে রোশেনা হাজির থাকবে হুকুম মোতাবেক্। চল কাব্বাস।···সেলাম · মারাঠা সর্দার জিন্দাবাদ!

[আমীর খাঁ ও কাব্বাসউদ্দীন উভয়েই অভিবাদনান্তর প্রস্থান করিল। দৌলত দানপত্র ও মোহরের থলিয়া যোগ্য স্থানে রাখিল।]

দৌলত। কৃষ্ণকুমারী···দেখেছিলাম নাথদ্বারে···সমাবর্তন উৎসবে ···সূর্যবংশধরের কন্যা, সেও যেন প্রতিভায় গড়া অনিন্দ্য তপতী!··· লম্পট জগৎসিংহ···হ'লই বা·· অভিজাত রাজ বংশধর তো···আমি এক অখ্যাত কৃষক বংশধর···পাহাড়ী মজুর···মারাঠী চাষীর ছেলে··· (মারাঠী চাষী রমণীর বেশে বাইজা বাঈএর প্রবেশ ও প্রণাম)··· কে? কি চাই? কে তুমি?

বাইজা। (অভিজ্ঞান সূচক অঙ্গুরী পরিহিত বাম হস্ত বাড়াইয়া) মারাঠিনী!

দৌলত। বাইজা!!! মায়াবিনী···(সপ্রেমে বাইজার হস্তধারণ ·· সর্বাঙ্গ বর্মাবৃত গোলন্দাজ সেনানায়কের বেশে সশস্ত্র দীবঁইনের প্রবেশ ও অভিবাদন···বাইজা সরিয়া গেল)···প্রস্তুত?

দীবঁইন। (অভিবাদনান্তর সানন্দে সম্মতি প্রকাশ করিয়া) ইওর্ একসেলেন্সী!

দৌলত। (রত্নপেটির চাবি প্রদান করিয়া) নাও···

দীবঁইন। (জানু পাতিয়া চাবি গ্রহণান্তর উঠিয়া)···মাইজী? ···(সকৌতুকে সহাস্যে দৌলত বাইজার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিল। ···দীবঁইন দেখিয়া) হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ···বিল্‌কুল্ মারাঠী মাডার!

[অভিবাদনান্তর সগর্বে বাইজা অগ্রসর হইল। দীবঁইনের শিষধ্বনি শুনিয়া ফরাসী সৈনিকদ্বয় প্রবেশ ও অভিবাদন করিয়া রত্নপেটি তুলিয়া লইয়া বাইজা ও দীবঁইনের পশ্চাত পশ্চাত বাহির হইয়া গেল। বাহিরে বিগ্‌ল্ বাজিল···সামরিক ব্যাণ্ড্ বাজিতে লাগিল। মুক্ত বাতায়নে দেখিয়া দৌলত সগর্বে ফিরিল।]

দৌলত। তুকাজী!···(তুকাজীর প্রবেশ ও অভিবাদন)···প্রস্তুত হয়ে নাও। অবিলম্বে। যাবো জয়পুরে ··

[বিপরীত দিকে উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[জযপুর সীমান্তে গহন পর্বতারণ্য মধ্যে প্রস্তরনির্মিত কযেদখানা—চন্দনগড়। কাল রাত্রি। দূরে দ্বিতলের একটি গবাক্ষে আলোক দেখা যাইতেছিল। অরণ্য মধ্যে, চন্দনগড়ের পশ্চাত দিকে, বন্য পশু ও বিহঙ্গগণ চীৎকার করিতেছিল। অসমতল অরণ্যপথে একটি রজ্জু্ সোপান স্কন্ধে, দুই হাতে দুইটি পিস্তল লইয়া দস্যু সর্দার আমীর খাঁ ও কাব্বাস প্রবেশ করিল। উহারা অনুচ্চ কণ্ঠে কথোপকথন করিতেছিল।]

কাব্বাস। নাগপুর থেকে সোজা গোয়ালিয়র গিয়ে ইংরেজদের পটালুম।

আমীর। জবান্ দিল ইংরেজ? দেবে মদত্?

কাব্বাস। দেবেনা? তুমি যা বলছিলে, তাই। ওরাও চায় রাজপুত চাঁই ক'টাকে ঘায়েল করতে!···

আমীর। বেণের বাচ্চা তো!

কাব্বাস। ইংরেজকে বললাম, কৃষ্ণকুমারীর সাদীর ব্যাপারে মহারাজ জগৎসিংহ আর সিন্ধিয়ার ঝগড়া বাধবেই।

আমীর। বেধেই গেছে!

কাব্বাস। ইংরেজরা বললো, মারওয়াড়কেও লেলিয়ে দাও, আমীর খাঁকে জুটিয়ে দাও এর কি তার দলে।...লেগে যাক্ চারো তরফ্!

আমীর। দেমাক্!

কাব্বাস। মানসিংহের বড় ভাই, মারওয়াড়ের মহারাজা ভীম সিংহ বেঁচে থাকতে, তার সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর সাদীর কথা হয়েছিল।

আমীর। পিছে?

কাব্বাস। হঠাৎ ভীমসিংহ মরে গেল।...মানসিংহ মারওয়াড়ের গদী দখল করলো।...মারওয়াড়ী সর্দারদের একদল ভিড়লো মান-সিংহের দলে, দোস্‌রা দল বিগ্‌ড়ে দাবী তুললো, ভীমসিংহের নাবালক লেড়্‌কা ধনকুল সিংহ-ই ওয়ারীশ!

আমীর। আচ্ছা!

কাব্বাস। মহারাজ মানসিংহকে বললাম, কৃষ্ণকুমারীকে সাদী ক'রে মেবারকে দলে টানুন।.. মারওয়াড়পতির সঙ্গে যে লেড়্‌কীর সাদীর বাত হয়েছিল, সেই লেড়কী যদি জয়পুরী জগৎসিংহ ছো মেরে কেড়ে নেয়—

আমীর। সরম্ কি বাত্ বেশক্!

কাব্বাস। তার উপর কৃষ্ণকুমারীর সুরতের লালচ্!...ওটাতো স্রেফ্ বুনো...চটে লাল...তক্ষুনি হুম্‌কী পাঠালো জয়পুরে...

আমীর। (সকৌতুকে) আচ্ছা...

কাব্বাস। সঙ্গে সঙ্গে ধন্‌কুল্ সিংহের দলও সুযোগ বুঝে দূত পাঠিয়েছে জয়পুরে, এরা বলছে, "মানসিংহের এই জবরদস্তির সাজা

দিতে ভীমসিংহের হ্যায্য ওয়ারীশ্ ধন্‌কুল্ সিংহকে গদী দখল করতে মদত্ দিন।”

আমীর। হোঃ হো···

কাব্বাস। তামাম্ রাজপুত্‌না জুড়ে লাগবে লড়াই, সুরত্‌উলি কৃষ্ণকুমারীর লোভে।···ইংরেজের মতলব এই ফিকিরে খতম্ হয়ে যাক—রাজপুত মারাঠা। তারপর ওরা মারবে ওস্তাদের শেষ মার!

আমীর। আর আমরা? পাঠান তুর্কী পেশোয়ারী?

কাব্বাস। জবান্ দিয়েছে ইংরেজের বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস্, রাজপুত মারাঠাদের দমাবার ফিকিরে বে-মালুম ইংরেজের সাহায্য করলে, ওরাও খাতির করবে···খেতাব জায়গীর দেবে···জুৎসৈ! লাগুক লড়াই···চলুক তো লুট্ লোপাট্ খুন খারিজ্···পিছে ফির্ পাঠানী ঝাণ্ডা···কেল্লার মিনারে···

আমীর। আলবৎ···

[আমীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া শিষ দিল···দূরে কয়েদখানার দ্বিতলের গবাক্ষে অস্পষ্ট রমণী মূর্তি দেখা গেল...রমণী একটি সূতার গুলীর এক প্রান্ত ধরিয়া অবশিষ্টাংশ গবাক্ষ পথে নিম্নে নিক্ষেপ করিল...অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় শিষ ধ্বনি হইল ...গবাক্ষের স্তিমিত আলোক নির্বাপিত হইল...অস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল... সূতার প্রান্তে বাঁধা রজ্জু সোপান টানিয়া উপরে উঠানো হইতেছে। কাব্বাস সন্তর্পণে বিপরীত দিকে প্রস্থান করিল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[জয়পুরে মহারাজ জগৎসিংহের উদ্যানবাটী। কাল সন্ধ্যা। সুপুরুষ যুবক মহারাজ জগৎসিংহ সুরম্য আসনে বসিয়া সুরাপান করিতেছিল। নিম্নে গালিচার উপর উপবিষ্ট পার্শ্বচর মৌজিরাম সুরা ঢালিয়া দিতেছিল, মহারাজের অলক্ষ্যে পানও করিতেছিল। নর্তকিগণের নৃত্য গীত চলিতেছিল।]

গীত

চোখে চোখে চেয়ে যে কথাটি কয়ে
আকাশে তারার ইসারা!
যে আবেগ বুকে শিহরে পুলকে
উজলি' আঁধার জোনাকিরা!
আকাশে বাতাসে যে গান গাওয়া,
ফুল ফুটে হাসে পেয়ে যে পাওয়া,
সে অ-বলা বোল্ বুকে দেয় দোল্
আবেগে মাতায় আঁখিতারা॥

[নর্তকিগণের প্রস্থান।

[মৌজিরাম আপন মনে নৃত্যের সুরে নিজেও নাচিতেছিল। নর্তকিগণ চলিয়া গেলে নাচিতে নাচিতে আপন মনেই গাহিল—"চোখ ঠেরে ঠেরে হয় সারা!" একটি মনোরম হারের বাক্স হস্তে প্রধান মন্ত্রী বৃদ্ধ শিউনারায়ণ প্রবেশ ও অভিবাদন করিয়া, বাক্স খুলিয়া বহুমূল্য হীরার কণ্ঠহার মহারাজ জগৎসিংহের হস্তে প্রদান করিল। প্রখর আলোকে বহুমূল্য হীরকহার জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল।]

মৌজিরাম। বাঃ···

শিউনারায়ণ। জোহুরী দিয়ে গেল মহারাজ!

জগৎ। (হার নিরীক্ষণ করিয়া সানন্দে) চমৎকার!

মৌজিরাম। ইঃ, জেল্লা কি···নিখুঁত···নিখুঁত···

জগৎ। মানাবে না কৃষ্ণকুমারীকে ?

শিউ। মানাবে না! দশ দশ হাজারী একশ' আটখানি বাছাই করা হীরের কণ্ঠহার···

মৌজিরাম। দেখলে ইন্দ্রাণীও ঢোক্ গিলবে যে মহারাজ!

[কাব্বাসের প্রবেশ ও অভিবাদনান্তর হার দেখিয়া,—"বা—"]

জগৎ সিংহ। কেমন ?

কাব্বাস। চমৎকার!

জগৎ। রোশেনা দেখলে···

মৌজিরাম। তবেই কেলেঙ্কারী···এ হারের জুড়ি মিলবে না, মহারাজ!

জগৎ। (হার শিউনারায়ণকে প্রত্যর্পণ করিয়া) পাঠান মেবারে। পাণি প্রার্থনার প্রতীক মাঙ্গলিক নারিকেলের সঙ্গে আমার হাতীর হাওদায় যাবে শ্রদ্ধার্ঘ্য এই কণ্ঠহার, মহারাণীর যোগ্য রত্ন মুকুট, লক্ষ এক স্বর্ণ মুদ্রা, সহস্র সম্ভ্রান্ত অতিথি সেবার যোগ্য খাদ্য পেয় পরিধেয়। নিয়ে যাবেন আপনি।

শিউনারায়ণ। (অভিবাদনান্তর) আমার পরম সৌভাগ্য মহারাজ! (হার বাক্সে রাখিয়া) মহারাজের প্রস্তাব অনুমোদন ক'রে, পরমাত্মীয়তা সূত্রে জয়পুরের সঙ্গে এই মিলন সুযোগ, মহামহিম মহারাণা ভীমসিংহ, আশা করি দৈবানুগ্রহ বলেই গণ্য করবেন।

মৌজিরাম। সঙ্গে দু'চার হাজার সৈন্যও পাঠান মহারাজ!

জগৎ। সৈন্য ?

মৌজিরাম। হাতীর হাওদায় পাঠাচ্ছেন লাখে লাখ···ওর

খানিকটা খামচে নিতে পারলেও সৌভাগ্য খুব · পথে মারাঠী পাঠান ডাকু লুঠেলও কম নেই !

শিউ। সত্যিই···

মৌজিরাম। শিউনারায়ণজী বুড়ো মানুষ হাতীই সামলাবেন না হাতিয়ার চালাবেন···

কাব্বাস। তার উপর মেবারীরাও নিঃস্ব সঙ্কটাপন্ন !

জগৎ। কেন ?

কাব্বাস। মেবারী সর্দারদের ঘরোয়া বিবাদের সুযোগে মারাঠীরা বারবার লুটেছে মেবারের যথাসর্বস্ব !

জগৎ। (শিউনারায়ণকে) তাই ?

শিউ। সত্যই মহারাজ!

জগৎ। (কাব্বাসকে) সৈন্যাধ্যক্ষ চাঁদসিংহকে বল তিন হাজার সশস্ত্র জয়পুরী অশ্বারোহী নিয়ে প্রস্তুত হ'তে।

কাব্বাস। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[অভিবাদনান্তর প্রস্থান]

জগৎ। সসৈন্যে চাঁদসিংহও আপনার সঙ্গে যাবে শিউনারায়ণজী··· মহারাণার যে কোনও সঙ্গত সর্ত আমি মেনে নেব, তাঁর যে কোনও সঙ্কটে আমি সাহায্য করবো, কৃষ্ণকুমারীকে করবো আমার পাটরাণী, কৃষ্ণকুমারীর পুত্রই হবে আমার উত্তরাধিকারী··· বুঝিয়ে বলবেন মহারাণাকে···

[বর্মাবৃত অশ্বারোহীবেশে দৌলত রাওয়ের প্রবেশ।]

দৌলত। (সহাস্যে) কস্‌বী রোশোনাও যে মহারাজের দানের দলিল দেখিয়ে দাবী করবে জয়পুরের অর্ধাংশ !

জগৎ। (চমকিয়া) কে ?

মৌজিরাম। (জগৎসিংহের পশ্চাৎ হইতে নিরীক্ষণ করিয়া) কে বাবা !

শিউ। (সশঙ্কভাবে) সিন্ধিয়া !!!

মৌজিরাম। এখানেও !!! (জগৎসিংহের আসনের পশ্চাতে আত্মগোপন)

দৌলত। (সহাস্যে) চমকাবেন না, লুটতে আসিনি। মামুলী প্রথায় মহারাজের অনুমতির অপেক্ষা না ক'রে, মারাঠী কায়দায় রঙমহলের পাচীল টপকেই ঢুকে পড়লাম !···(অনুচ্চারিত হাস্য-ধ্বনি করিয়া)···বাইরে অপেক্ষা করছে আমার দেহরক্ষীরা··· (শিউনারায়ণকে)··· আপনি বরং গিয়ে তাদের বলুন বুঝিয়ে। ধৈর্য্য হারিয়ে ওরা তোপ্ দাগ্‌তে সুরু না করে···(অস্ফুট হাস্যধ্বনি)···

[ক্রোধে ও আতঙ্কে হতবাক জগৎসিংহের ইঙ্গিত পাইয়া শিউনারায়ণ সভয়ে প্রস্থান করিল।]

জগৎ। (অর্ধস্বগত) পাহাড়ী মুষিক !

দৌলত। মহারাজ জগৎসিংহ, আজমীরের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি মন্‌সন্‌কে সাহায্য ক'রে, পরোক্ষে আপনি মারাঠার যে ক্ষতি সাধন করেছেন, আমি তার খেসারতি চাই।

জগৎ। (অবজ্ঞাভরে) খেসারতি !

দৌলত। আর চাই আপনার কৈফিয়ৎ···কোন্ অধিকারে আপনি হিন্দুর রক্তেগড়া জয়পুরের অর্ধাংশ দান করেছেন আপনার ব্যাভিচারের সঙ্গিনী এক মুসলমানী বাইজীকে ?

জগৎ। আমার খুসী। আমি খেসারতির দাবীও মানিনা, কৈফিয়ৎও দিইনা।

দৌলত। আমিও নেবোই···আপনার ফিরীঙ্গি বন্ধুরা বাঁচায় যেন !···(প্রস্থানোদ্যত ও পুনরায় ফিরিয়া)···মোতির দানা তো

বাঁধেনি শুন্‌ছি ··(ব্যঙ্গ করিয়া)···দু'একটা বোন্‌ কি বাইজী ভেট পাঠিয়ে হাত করুন না বেণেদের !

জগৎ। (সক্রোধে) মারাঠা সর্দার !

দৌলত। (অকুতোভয়ে) ক্ষতি কি ? মোগল পাঠান ফিরীঙ্গির অত্যাচারে সর্বহারা হিন্দুস্থানের বিশ কোটি চাষীর ছেলেরা খেতে না পেয়েও যা করেনি কোনও দিন, বিলাস সম্ভোগের লালসায় জয়পুরী মহারাজারা তাও করেছেন তো বারবার !

জগৎ। (সরোষে) কি করেছে জয়পুর ?

দৌলত। ভুলে গেলেন ! আভিজাত্যের দম্ভে তো হিমালয় ! জয়পুরাধিপতি ভগবান দাস হিন্দুস্থানে প্রথম, মোগল বাদশা' জাহাঙ্গীরকে হাত করতে কন্যা সম্প্রদান করেন নি ? জয়পুরাধিপতি মানসিংহ হিন্দুস্থানে প্রথম মোগলের গোলামী স্বীকার ক'রে বিশ্বাস-ঘাতকতায় রণথম্বর দুর্গ দখল ক'রে দেন নি ? আপনার স্বনামধন্য পিতা মহারাজ জয়সিংহ ঔরঙ্গজেবের তুষ্টি সাধন করতে হিন্দুর সর্বনাশ করেন নি ? আর আপনি, বাইজীকে রাজ্য দান করেছেন, গণিকার নামে মোহর চালু করেছেন, হিন্দুস্থানে প্রথম ফিরীঙ্গি বেণেদের সঙ্গে দোস্তির চুক্তি করেছেন। ওটা-ই বা বাকি থাকে কেন !!··· (সরোষে)···মহারাজ জগৎসিংহ, আমি হিন্দু, হিন্দুর জাতীয় মর্যাদার এই অপমানের প্রতিশোধ আমি নেব।

[দৌলত বেগে প্রস্থান করিল। অপমানে ও ক্ষোভে রুদ্ধবাক জগৎসিংহ রক্ষীকে ডাকিতে চেষ্টা করিয়াও পারিল না। অন্তরাল হইতে মৌজিরাম নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে সুরা পাত্র পূর্ণ করিয়া ধরিল। জগৎসিংহ পিপাসার্তের ন্যায় পান করিল।]

মৌজিরাম। গবদ্দা শুকো খবর রাখে তো !···পাকা লুঠেল হ'তে পড়াশুনাও করতে হয়···কেমন বলে গেল·· কণ্ঠস্থ···(জগৎসিং

সরোষে হাতের সুরা পাত্র মৌজিরামের প্রতি নিক্ষেপ করিতে উহা নিকটবর্তী স্বর্ণভৃঙ্গারের উপর পড়িয়া পাত্রগুলি সশব্দে উল্টাইয়া পড়িল। মৌজিরাম সভয়ে সরিয়া)··· মহারাজ আমি আমি···

জগৎ। উল্লুক !

মৌজিরাম। পালিয়ে গেল তো উল্লুক-সর্দার···রাগ হয় না ও সব শুন্‌লে !

[ব্যস্তভাবে শিউনারায়ণের প্রবেশ ও অভিবাদন।]

শিউ। কী দুর্দৈব ! চন্দনগড়ে রোশেনা বাইজী নেই মহারাজ, পালিয়েছে !

জগৎ। পালিয়েছে !!!

মৌজিরাম। (স্বগত) এই সেরেছে···লগ্নে শনি অষ্টমে মঙ্গল···

জগৎ। চন্দনগড়ের দুর্ভেদ্য কয়েদখানা থেকে পালালো···

শিউ। রক্ষী বলছে···জানালার লৌহ গরাদে ভাঙ্গা, রজ্জু সোপান ঝুল্‌ছে···নিশ্চয়ই মারাঠী পাঠানের যোগাযোগ···

মৌজিরাম। ইঃ···হিন্দুস্থানে প্রথম এভাবে কয়েদী বেরিয়ে গেল। চুলোয় যাক। শনি নামলো···ফাঁড়া কেটে গেল···

জগৎ। যাক ! আপনি মেবারে যান। প্রয়োজন হয় সঙ্গে আরও অর্থ নিন···আরও সৈন্য নিন···

শিউ। যে আজ্ঞে মহারাজ।

জগৎ। হ্যাঁ···শুনুন···মারওয়াড়ের মহারাজ মানসিংহের দূতকে ব'লে দিন, মানসিংহের হুম্‌কী অগ্রাহ্য করেই আপনি যাচ্ছেন মেবারে··· ধনকুল সিংহের দলকে ব'লে পাঠান···আমি তাদের সাহায্য প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম। রোশেনা, দৌলত রাও, মানসিংহ···এমন কি

মহারাণাও যদি বাধা দেন···আমি মানবো না···কৃষ্ণকুমারীকে আমার চাই-ই।

[সরোষে প্রস্থান]

মৌজিরাম। শিউনারায়ণজী !

শিউ। মৌজিরাম !

মৌজিরাম। বেরিয়ে পড়ুন রাম রাম বলে···শনি নামলো, রাহু চাপ্‌লো···চন্দ্র চোখ রাঙিয়ে গেল···খুব সাবধান।

শিউ। সত্যি-ই।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[আরাবল্লীর দুর্গম উপত্যকায় আমীর খাঁর ছাউনি। কাল প্রভাত।]

ছাউনির বহির্ভাগ—

[পাঠান সৈনিক জামসেদ বন্দুক স্কন্ধে টহল দিতেছিল। পশ্চাতে একটি উচ্চ ঢিবির উপর দাঁড়াইয়া আমীর খাঁ সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক নিরীক্ষণ করিল।]

আমীর। জামসেদ !

জামসেদ। (সামরিক কায়দায় সেলাম করিয়া) হুজুর !

আমীর। হুসিয়ার···যে-ই আসুক···রোখো···না মানে গুলী চালাও···

জামসেদ। জি !

আমীর। বাকি···সিন্ধিয়া···চেন মারাঠা সর্দার সিন্ধিয়াকে ?

জামসেদ। জি হুজুর···

আমীর। আসবে সে···

জামসেদ। ফিকর্ নেই··খতম্ কর্ দোস্তা···(বন্দুক তুলিয়া দেখিল)···

আমীর। আরে না না··সে এলে খাতির করবে···আন্‌বে ছাউনিতে···

জামসেদ। জি !

[আমীর নামিয়া গেল। জামসেদ টহল দিতে লাগিল।]

ছাউনির অভ্যন্তর—

[চারপায়ার উপর গালিচা বিছানো···তাকিয়ার উপর হেলান দিয়া রোশেনা ক্রুর দৃষ্টিতে চাহিয়া সম্মুখস্থ একটি ছোট বাক্সের উপর হস্তস্থিত সুরার পাত্র সবলে ঠুকিয়া ঠুকিয়া কহিল ।]

রোশেনা। আমার কি ফায়দা !

[অপর আসনে উপবিষ্ট আমীর খাঁ সুরা পাত্র নিঃশেষ করিয়া সশব্দে বাক্সের উপর রাখিল ।]

আমীর। আন্ধা···মোকা মিল্‌বে চারো তরফ্···পিছে আমীরি··· আমীরি !

রোশেনা। বাকি—বেইমান জয়পুরীয়া ? দুশমন কৃষ্ণকুমারী ?

আমীর। ছিনিয়ে নেবেই সিন্ধিয়া দৌলতরাও। সেও চায়···

রোশেনা। হুঁ ?

আমীর। পুরা দিল্‌সে···লবেজান্···

রোশেনা। আমিও চাই কৃষ্ণকুমারীকে···

আমীর। হোঃ হোঃ···দুস্‌রি আওরত্ সে কোন্ মতলব ?

রোশেনা। (পা বাড়াইয়া) পয়জার করবো তার বুকের চামড়ায়···পায়ে আলতা পরবো তার তাজা রক্তে···

আমীর। হু-ই-ই-স্ !

রোশেনা। আমার দুষমন···বে-ইজ্জত করেছে···গারদে পাঠিয়েছে আমাকে কৃষ্ণকুমারী।···ছাড়বোনা আমিও।

আমীর। হুসিয়ার, সিন্ধিয়া টের না পায় এ সব মতলব!

রোশেনা। মারাঠী বর্গীর ভয়!

আমীর। ভয়!!! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ···ফিকির···ফিকির···

রোশেনা। ও···

আমীর। আসবে সিন্ধিয়া··· (সহাস্যে ইঙ্গিত করিয়া)·· তোয়াজ কর্···তেরী সুরত্ কি দোজখ্···(সুরা পান)

রোশেনা। বাইজী ব'লে বলছো?

আমীর। (সহাস্যে) ফির্?

রোশেনা। জানলে আসতাম না তোমার সঙ্গে! বাইজীরও ইজ্জত আছে! (সশব্দে থু-কার) থুঃ···(উঠিয়া প্রস্থানোদ্যতা)

আমীর। (উঠিয়া পথ রোধ করিয়া) ঠার্···

রোশেনা। (আমীরকে সরাইয়া) না···থুঃ···

আমীর। (সরোষে) রোশেনা বাই···

রোশেনা। (সগর্বে) রোশেনা বাই···তোয়াজ করে না···হুকুম করে। আমিই হুকুম করবো···তুমি তামিল করবে।—না পার··ফারাক্···

আমীর। (সরোষে) কস্‌বীর হিম্মত্! হোঃ হো···

[উচ্ছৃঙ্খল ক্রোধপ্রবণ পাঠান দস্যু আমীর খাঁ সগর্জনে রোশেনার মণিবন্ধে সবলে চাপিয়া ধরিয়া টানিয়া নিকটে আনিয়া সহসা ছোরা বাহির করিয়া রোশেনার বক্ষে আঘাত করিতে উদ্যত হইল···মুহূর্তে রোশেনা মুখশ্রী পরিবর্তন করিয়া বিলোল কটাক্ষে চাহিয়া অঙ্গ দোলাইয়া মৃদু হাস্যে কহিল,—"কস্‌বীর হিম্মত!"—বিভ্রান্ত আমীর খাঁ রোশেনাকে ছাড়িয়া দিতেই রোশেনা চিত্ত বিভ্রমকর নৃত্য ছন্দে সরিয়া নৃত্য গীত সুরু করিল···আমীর খাঁ বিমূঢ়ভাবে ছোরা কোষবদ্ধ করিয়া স্বস্থানে বসিয়া পাত্রের পর পাত্র সুরা পান করিতে লাগিল।]

গীত

গুল্ বাগিচায় হাস্নু-হানায়
　　গুল্‌বাহারী ফুল্‌ঝুরি।
সুরতি খেলায় হার মেনে যায়
　　সের্ খেলুড়ের জার্‌'জুরি !
খুশ্‌বো নেশায় শির নুয়ে,
　　লুটায় ফণী বিষ খু'য়ে
নূর্‌জাহানী চোখ ইসারায়
　　বাদশা' মাগে মঞ্জুরী !

[অপযাপ্ত সুরাপানে উত্তেজিত আমীর খাঁ কামান্ধ দৃষ্টিতে রোশেনার দিকে চাহিয়া চাহিযা সহসা লাফাইয়া রোশেনাকে ধরিতে গেল। চতুর রোশেনাও সরিয়া কটাক্ষ পাত করিল।]

রোশেনা। কসম্ কর্।

আমীর। কসম্ !!!

রোশেনা। (বিলোল কটাক্ষে গ্রীবা হেলাইয়া) ফির্ ?

আমীর। জমিন্ আস্‌মান্ ঈদ্‌গা ঈমান্ কি কসম্...

রোশেনা। (নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে চাহিয়া অস্ফুটে) ছিল্‌কা...ছাতিকা ছিল্‌কা...কৃষ্ণার...

আমীর। মঞ্জুর...

রোশেনা। (আত্মসমর্পণ সূচক ভঙ্গীতে) মেহেরবান্ !

[গলার আওয়াজ করিয়া জামসেদের প্রবেশ। রোশেনা চকিতে সরিয়া দাঁড়াইল। জামসেদ আমীরের পার্শ্বে আসিয়া অনুচ্চ স্বরে কহিল—"সিন্ধিয়া"—বলিয়াই প্রস্থান করিল। আমীর খাঁ অবিচলিত পদে দাঁড়াইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কহিল... "সিন্ধিয়া"...সহাস্যে দৌলতরাও প্রবেশ করিয়া হস্ত প্রসারিত করিল—আমীর

দৌলতের হস্ত চাপিয়া ধরিয়া জড়িতস্বরে কহিল…"তসলিমাৎ"…রোশেনা কিয়ৎক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দৌলতরাওকে দেখিয়া সহাস্তে আগাইয়া আসিল।]

রোশেনা। সেলাম সিন্ধিয়া!

দৌলত। (সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে) সেলাম…

আমীর। রোশ্‌নী বাই…

দৌলত। খালাস্!!

আমীর। ফির্?…আপ্‌কো মর্‌জি…মেরা হিম্মত…

দৌলত। (সপ্রশংস দৃষ্টিতে রোশেনাকে দেখিয়া) রত্নই বটে… হারালো জয়পুর…(রোশেনা সলজ্জ-গর্বে মুখ ফিরাইযা সুরাপাত্র পূর্ণ করিল)..

আমীর। বিল্‌কুল…হারালো জয়পুর…হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ… (দাঁড়াইতে না পারিয়া টলিতে টলিতে চারপায়ার উপর শয়ন)…

রোশেনা। (সুরা পূর্ণ পাত্র বাড়াইয়া) আসুন ..

দৌলত। (সহাস্তে) চলেনা বাইজী!

রোশেনা। (অপ্রতিভ ভাবে পাত্র রাখিয়া) বসুন ..

দৌলত। কাব্বাস্‌উদ্দীনের হাতে তুমিই পাঠিয়েছিলে নজরাণা?

রোশেনা। পাঠিয়েছিলাম…

দৌলত। (দানপত্র বাহির করিয়া) আর এই দানের দলিল?

রোশেনা। আমিই পাঠিয়েছিলাম…

দৌলত। মেজাজী খেয়াল নয় তো?

রোশেনা। কবুল করেছি তো, সিন্ধিয়া যদি এই শাদী বন্ধ করতে পারেন, আমি লক্ষ মোহর সেলামী দেব!

দৌলত। মোহর চাইনা।…এই দলিল দিতে পার?

রোশেনা। দলিল!!

দৌলত। এই দলিল…

রোশেনা। ও তো…

দৌলত। রাখো…(দলিল প্রদান)…অর্ধেক জয়পুরের মালেকানী নিশ্চয়ই এই সাদীর ধান্দার চেয়েও বড়…

রোশেনা। আমার কাছে নয়…

দৌলত। না?

রোশেনা। না…আমি চাই এই সাদী ভেঙ্গে যাক…

দৌলত। আমি চাই এই দলিল আর কেউ না পা'ক…

রোশেনা। দিই তো?

দৌলত। সাদী রুখ্‌বো!

রোশেনা। নিন…(দলিল প্রদান)…

দৌলত। (সহাস্যে মাথা নত করিয়া পরে দলিল শতছিন্ন করিতে করিতে) কথা দিলাম, মহারাজ জগৎসিংহের সঙ্গে মেবার রাজকন্যার সাদী হবেনা…

রোশেনা। (বিস্ময়ে) ছিঁড়ে ফেললেন !!!

দৌলত। ফেললাম হিন্দুর একটা কলঙ্কের নিশানা! সেলাম!

[দৌলত রাও প্রস্থান করিল। রোশেনা বিস্ময়াভিভূতা ভাবে চাহিয়া রহিল। দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তাহার বক্ষ ফুলিয়া উঠিল। পরক্ষণেই রোশেনা বাহির হইয়া গেল।]

ছাউনির বহির্ভাগ—

[পূর্ববৎ জামসেদ টহল দিতেছিল। তুকাজী একটা ঢিবির উপর বসিয়া শিষ্‌ দিতে দিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। দৌলত রাওয়ের প্রবেশ। জামসেদ ও তুকাজী উভয়েই অভিবাদন করিল। সহাস্যে দৌলতরাও জামসেদের সেলাম গ্রহণ করিয়া তুকাজীর অগ্রে প্রস্থান করিল। তুকাজী অনুসরণ করিল। সকলের পশ্চাত হইতে রোশেনা দৌলত রাওকেই লক্ষ্য করিতেছিল। দৌলত ও তুকাজী প্রস্থান করিবার পর, টহল দিতে দিতে জামসেদের মাথায় কি খেয়াল চাপিল। সে পাহাড়ের গায়ে

বন্দুক রাখিয়া নর্তকীর ঢংএ নাচিয়া ঘুরিতেই রোশেনাকে দেখিয়া সপ্রতিভ ভাবে, চকিতে বন্দুক লইয়া নিয়মিতরূপে টহল দিতে লাগিল। রোশেনা সহাস্যে প্রস্থান করিল।]

পঞ্চম দৃশ্য

[উদয়পুর প্রাসাদ দুর্গে মহারাণা ভীমসিংহের অভ্যর্থনা কক্ষ। দূরে মেবার পাহাড় ও তদুপরি একলিঙ্গ দেবের মন্দির দেখা যাইতেছিল। কক্ষ মধ্যে শ্বেত মর্মরের সুরম্য আসন…কাল অপরাহ্ন…কোন প্রকার অলঙ্কারশূন্য সাধারণ পরিচ্ছদে মহারাণা ভীম সিংহ আজানু-উচ্চ প্রস্তর বেষ্টনীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দূরে একলিঙ্গ মন্দিরের দিকে তাকাইয়াছিলেন। অদূরে মহারাণার পশ্চাতে মারাঠিনী বেশে বাইজা বাঈ এবং পার্শ্বেই গোলন্দাজ দীবঁইন। উহাদের ও মহারাণার মধ্যস্থলে রত্নপেটি।]

বাইজা। মহারাণা!

ভীম। বললাম তো মা ফিরিয়ে নিয়ে যাও!

বাইজা। এ রত্নপেটি আমরা আপনাকেই ফিরিয়ে দিতে এসেছি মহারাণা…এতো আপনারই…

ভীম। (সনিশ্বাসে) ছিল কোন দিন…মারাঠার দাবী মেটাতে থুইয়েছি…

বাইজা। মলহরের দাবী মারাঠার দাবী নয়। মারাঠীরা তাদের পাওনার দাবী এই জাতীয়-রত্নালঙ্কারে মেটাতে চায়না ব'লেই আমি এসেছি মারাঠী মেয়েদের পক্ষ থেকে এগুলো ফিরিয়ে দিতে, আর…

ভীম। আর?

বাইজা। মাননীয় সিন্ধিয়ার পক্ষ থেকে জানতে এসেছে গোলন্দাজ দীবঁইন…

ভীম। কি মা?

বাইজা। সিন্ধিয়ার অজ্ঞাতে মারাঠার পাওনা, মহারাণা মলহরকে দিলেন কেন…

দীবঁইন। ফেরেব্বাজ্ ডাকু হোল্কারকে ষ্টেট্-জুয়েলারিজ্ ডিলো কেনো? হোয়াই? (দীবঁইনের বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া ভীমসিংহ হাসিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী অপমানিত বোধে দীবঁইন অগ্রসর হইয়া)…এ্যাণ্ড্ হোয়াই?

ভীম। (সহাস্যে) আমার উত্তর শুনতে তোমার মনিবকেই আসতে বলগে'…শুনে যাক তার স্বজাতির কীর্তি। যাও…

দীবঁইন। সিন্ধিয়ার হুকুম…মহারাণার উট্অর্ হামি শুনে যাবে…

ভীম। (সরোষে) যাও…পেটি নিয়ে যাও…

বাইজা। (ক্ষিপ্রপদে মহারাণা ও দীবঁইনের মাঝখানে আসিয়া নতজানু হইয়া) মহারাণা!

ভীম। তুমিও যেতে পার…

বাইজা। (করজোড়ে) উদয়পুর সীমান্তে সিন্ধিয়া অপেক্ষা করছেন…

ভীম। জানি…

বাইজা। মুহূর্ত পূর্বে আপনিই আদেশ করেছেন, তাঁকেই এসে মহারাণার উত্তর শুনে যেতে…তাঁকেই এসে শুনতে দিন, তাঁরও যা বলবার বলতে অনুমতি দিন…

ভীম। চতুর মারাঠী চাল…

বাইজা। (মহারাণার পায়ের অদূরে লুটাইয়া) না…না…মহারাণা!

ভীম। আসুন সিন্ধিয়া…সতীদাস…(সতীদাসের প্রবেশ ও অভিবাদন) ..এরা যাবে সিন্ধিয়াকে এখানে নিয়ে আসতে। রক্ষীদের ব'লে দাও…

বাইজা। ছুটে যাও দীবঁইন…

দীবঁইন। (আপত্তিসূচক স্বরে) মাইজী···

বাইজা। যাও···এক্ষুনি···

সতীদাস। (দীবঁইনকে) আসুন···

[সতীদাসের অনুসরণ করিয়া দীবঁইনের প্রস্থান।]

ভীম। তুমি ? গেলে না ?

বাইজা। ওঁরা এলেই যাবো মহারাণা ··

ভীম। একা এই শত্রুপুরীতে ··

বাইজা। মন্দিরে একাই তো দেব-দর্শনের আনন্দ !

ভীম। (সহাস্যে) চতুর মারাঠিনী ··

বাইজা। (বিচলিত কণ্ঠে) কাকাজী !

ভীম। কে !!!

বাইজা। (হৃদয়াবেগে কম্পিত দেহে ভীমসিংহের পায়ের উপর লুটাইয়া প্রণাম করিয়া, অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিয়া)···কাকাজী !

[মেবারী রাজপুত প্রথা অনুযায়ী, পরস্ত্রী বোধে ভীমসিংহ এতক্ষণ একবারও বাইজার মুখের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। এইবার সবিস্ময়ে বাইজার মুখ দর্শন করিয়া এবং তাহাকে চিনিতে পারিয়া পরম স্নেহে বাইজাকে তুলিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন।]

ভীম। এ কে !!! বাইজা !!! বাইজা···কৃষ্ণা···কৃষ্ণা···

[অন্দরাভিমুখী দ্বারের পরদা সরাইয়া কৃষ্ণকুমারী কহিল,—"বাবা !"]

ভীম। তোর মাকে ডেকে আন···(কৃষ্ণার প্রস্থান। বাইজার মাথায় হাত বুলাইয়া)···এতক্ষণ বলিস্ নি মা···(মহারাণী রত্নাবাঈ ও তৎপশ্চাৎ অপূর্ব সুন্দরী চতুর্দশী কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ)···রত্না, ছাখ,··· চেন ?

[বাইজা রত্নার পদধূলি গ্রহণ করিল। রত্নাবাঈ তাহার মুখাবলোকন করিলেন।]

রত্না। বাইজা-ই তো…দুর্জয়ী সিন্ধিয়া-পত্নীর একি বেশ!

[বাইজা কৃষ্ণার নিকটে যাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "কৃষ্ণা!" কৃষ্ণাও বাইজাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—"বাইজা দি"—]

ভীম। (সহাস্যে) সিন্ধিয়া-পত্নী বাইজা বাঈ এসেছেন মারাঠী মেয়েদের পক্ষ থেকে নিঃস্ব মেবারকে, মেবারের জাতীয়-রত্নালঙ্কার ফিরিয়ে দিতে, তাঁর সঙ্গে এসেছে ফরাসী গোলন্দাজ দীবঁইন সিন্ধিয়ার আদেশে আমার কৈফিয়ৎ দাবী করতে…

কৃষ্ণা। (বাইজাকে ছাড়িয়া সরিয়া গ্রীবা উন্নত করিয়া) মহারাণার কৈফিয়ৎ!

ভীম। মেবার সীমান্তে সসৈন্যে সিন্ধিয়া অপেক্ষা করছেন, কৈফিয়ৎ না পেলে মেবার আক্রমণ করতে…না বাইজা? (বাইজা শিহরিয়া উঠিল। কৃষ্ণা সরোষে তাহার দিকে তাকাইল) তা হোক…বাইজা এসেছে এতকাল পরে…সিন্ধিয়াও আসছেন অবিলম্বেই…(দীর্ঘশ্বাস দমন করিতে কৃষ্ণকুমারী সরিয়া দূরে মেবার পাহাড়ের দিকে তাকাইয়া রহিল)…যুদ্ধও হয়ত আসন্ন। (রত্নাকে) কিছুক্ষণ কয়ে নাও অতীত দিনের কথা…

রত্না। এসো বাইজা!

[বাইজা সহ রত্নার প্রস্থান]

ভীম। কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা। বাবা!

ভীম। আনতো মা আমার বর্ম বল্লম তরবারি ··(কৃষ্ণার প্রস্থান) …পিতৃব্য পুত্র সূর্যরাওয়ের কন্যা বাইজা…মারাঠিনী!! (পরিক্রমণ করিয়া) মারাঠা সর্দার আপ্পা সিন্ধিয়ার পুত্র দৌলতরাওয়ের জন্য, মাধাজী সিন্ধিয়া আমার কৃষ্ণার পাণি প্রার্থনা করেছিল। অবজ্ঞেয়

বোধে আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আশাতীত অর্থ-সম্ভোগ প্রতিপত্তির মোহে সূর্যরাও, বংশ মর্যাদা ভুলে মাধাজীর অনুরোধে বাইজাকে দৌলতের হস্তে সমর্পণ ক'রে মেবার থেকে নির্বাসিত··· মেবারীর চোখে সূর্যরাও অপরাধী···

[বর্ম, বল্লম ও তরবারি হস্তে কৃষ্ণার প্রবেশ। তৎপশ্চাৎ রামপ্যারী মহারাণার শিরস্ত্রাণ লইয়া প্রবেশ ও শিরস্ত্রাণ সম্মুখস্থ অনুচ্চ মর্মর ·বেদীর উপর রাখিয়া নীরবে প্রস্থান। কৃষ্ণা অস্ত্রাদি বেদীর উপর রাখিয়া বক্ষ-বর্ম ভীম সিংহকে পরাইতে লাগিল।]

কৃষ্ণ। কে অপরাধী বাবা ?

ভীম। সূর্যরাও···

কৃষ্ণ। বাইজা দি'ও ?

ভীম। বাইজার কি দোষ? পিতার অবাধ্য হয়নি সে···

কৃষ্ণ। অপাত্রেও তো পড়েনি বাইজা দি'

ভীম। অপাত্র নয় ? সূর্যবংশধরের কন্যা বাইজা···

কৃষ্ণা। আপ্পা সিন্ধিয়াও ছিলেন বীর, বিদ্বান, ধার্মিক, স্বজাতি-বৎসল···

ভীম। চাষী-বংশধর তো···চাষীর ছেলে যে দৌলত !

কৃষ্ণা। তারাও মানুষ হয় না বাবা ? বড় হয় না ?

ভীম। বাহ্যিক পরিবেশ তাদের যতই বদলে যাক, শিরায় শিরায় বহমান পিতৃ-পিতামহের শোণিত বৈশিষ্ট্য সহজে বদলায় না মা। মহাভারত পড়েছিস তো !

কৃষ্ণা। পড়েছি বাবা···

ভীম। পড়েছিস তো দানব সন্তান মহর্ষির মতো শক্তিমান হয়েছে, স্বর্গ-সিংহাসন, ত্রিলোক-সাম্রাজ্য অধিকার করেছে···তখনও তার দানব-দম্ভ যায়নি···রক্তের সংস্কার বদলায় নি !

কৃষ্ণা। প্রহ্লাদ ?

ভীম। দৈবী শক্তির-ই স্ফুলিঙ্গ প্রহ্লাদ···রূপায়িত হয়েছিল দানব-দম্ভ সংযত করতে, দেবতার-ই ইচ্ছায়, দেবতার-ই প্রাধান্য প্রচার করতে।

[কথোপকথন কালে কৃষ্ণা ভীমসিংহের বর্ম ও অস্ত্রাদি পরাইয়া দিতেছিল। পরানো শেষ করিয়া···বল্লম ভীমসিংহের হাতে দিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। ভীমসিংহ কন্যার শির চুম্বন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। সতীদাসের প্রবেশ ও অভিবাদন।]

সতীদাস। জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী শিউনারায়ণ জী···

ভীম। (বল্লম কক্ষ প্রাচীরের গায়ে রাখিয়া) জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী···

সতী। নিয়ে এসেছেন রাজকন্যার পাণি প্রার্থনার প্রতীক··· (কৃষ্ণা নতশিরে প্রস্থান করিল) মাঙ্গলিক নারিকেলের সঙ্গে অপর্যাপ্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য !

ভীম। কৃষ্ণার বিবাহ ! বিবাহ-যোগ্যাই তো···

সতী। মহারাজ জগৎসিংহও অযোগ্য পাত্র ন'ন। বিপুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী···যুবক···অবিবাহিত···কুলশীল সম্ভ্রমে···সব দিক থেকেই আশানুরূপ। মহারাণার অনুগ্রহ হ'লে মেবার রাজকন্যা-ই হবেন জয়পুরের মহারাণী !

ভীম। শুনি কৃষ্ণার মা কি বলেন। ভেবে দেখি। শিউ-নারায়ণের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। মহারাজ জগৎসিংহের স্বভাব চরিত্র-খ্যাতি···

[বাইজা বাঈয়ের প্রবেশ]

বাইজা। সুখ্যাতি তাঁর এতটুকুও নেই কাকাজী। জগৎসিংহ লম্পট।

ভীম। বল কি বাইজা !

বাইজা। আমি শুনেছি কাকাজী···

সতী। সব শুনা কথাই তো সত্য হয় না মা ! প্রমাণ চাই তো !

[নিরস্ত্র দৌলত রাও ও সশস্ত্র দীবঁইনের প্রবেশ ও অভিবাদন। দৌলতকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র দর্শনে ভীমসিংহ তরবারি কোষোন্মুক্ত করিয়া সতীদাসের হাতে দিলেন। সতীদাস উহা বল্লমের পার্শ্বে কক্ষ প্রাচীরের গায়ে রাখিল। দৌলতের ইঙ্গিতে দীবঁইন বাহির হইয়া গেল। দৌলত রাও প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে কয়েকটি জয়পুরী মোহর মহারাণাকে প্রদর্শন করিল।]

দৌলত। মহারাজ জগৎসিংহের লাম্পট্যের প্রমাণ, মহারাণা !

ভীম। (একটি মোহর উঠাইয়া দেখিয়া, সবিস্ময়ে সতীদাসকে) বল্লে না মহারাজ জগৎসিংহ অবিবাহিত ? মোহরে মহারাণীর প্রতিমূর্তি ? (সতীদাসকে মোহর প্রদান)

দৌলত। মহারাণীর নয়। জগৎসিংহের রক্ষিতা নর্তকী রোশেনার !

ভীম। (অস্পৃশ্য পদার্থ-দুষ্ট বোধে হাত মুছিতে মুছিতে) সতীদাস !!

সতী। (মোহর দৌলতকে প্রত্যর্পণ করিয়া) মহারাণা···

দৌলত। মহারাজ জগৎসিংহ অর্ধেক জয়পুর রাজ্য ওই নর্তকীকে দান করেছেন !

ভীম। সে কি !!!

সতী। আমরা কিছুই শুনিনি তো। শিউনারায়ণজীকে ডাকি···

ভীম। ডাকো তো···

দৌলত। সে কি তার প্রভুর দুশ্চরিত্র সমর্থন করবে মহারাণা ? করতে পারে ? বিশেষ বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসে !

ভীম। তাও তো বটে !

সতী। প্রমাণও চাই তো !

ভীম। এই মোহর ?

সতী। ও-গুলো খেয়ালের খেলনাও তো হ'তে পারে!

দৌলত। বিবাহের প্রস্তাবটাও খেয়াল নয় তো!

সতী। সে বিচার মহারাণাই করবেন, মারাঠা সর্দার!

ভীম। সিন্ধিয়া দৌলত রাও!

দৌলত। মহারাণা! (পুনরায় অভিবাদন)

ভীম। আপনি জানতে চেয়েছিলেন কেন আমি এই রত্নালঙ্কার···

দৌলত। (সবিনয়ে) সবই জেনেছি মহারাণা। মলহরের চক্রান্তে অপহৃতা যে কৃষক বালিকার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য, অর্থাভাবে এই যুগার্জিত অমূল্য সম্পদ দিয়েও মহারাণা, দস্যু মলহরের অর্থের দাবী মিটিয়েছিলেন, আমি সেই বালিকার বিধবা জননীর মুখেই সব শুনেছি। আমি লজ্জিত!···(ভীমসিংহ সবিস্ময়ে পর পর দৌলত ও সতীদাসের পানে দেখিতেছিলেন। দৌলত লজ্জায় শির নত করিয়া)···মলহরের অন্যায় লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণ করতে, মহামান্য পেশোয়ার আদেশে, আমি মারাঠার ঋণ থেকে মেবারকে মুক্তি দিলাম···ওই রত্নালঙ্কারও ফিরিয়ে দিলাম। মলহর মারাঠী···মারাঠীরা সবাই মলহর নয়। রাজপুত তো জগৎসিংহও!

ভীম। (বিস্ময়াভিভূত ভাবে) আমি আশীর্বাদ করছি সিন্ধিয়া দৌলতরাও···

দৌলত। (করজোড়ে) আমার বিনীত প্রার্থনা, মহারাজ জগৎ সিংহের প্রস্তাব আপনি প্রত্যাখ্যান করুন মহারাণা! প্রমাণ? শুনবেন নর্তকী রোশেনার মুখে জগৎসিংহের জীবন কাহিনী?

সতী। (অবজ্ঞাভরে) নর্তকীর মুখে শুনে বিচার করবেন মেবারের মহারাণা!!

দৌলত। অর্ধেক জয়পুর রাজ্য দানের স্বাক্ষরিত দলিলের বিনিময়ে আমি সেই নর্তকীকে কথা দিয়েছি, মহারাণা, এই বিবাহ হ'তে দেব না···

ভীম। কোথায় সে দলিল ?

দৌলত। হিন্দুর একটা এত বড় কলঙ্কের দলিল আমি ছিঁড়ে ফেলেছি ! (সতীদাস সন্দেহসূচকভাবে হাসিলেন)

ভীম। (আক্ষেপসূচক ধ্বনি করিয়া) ছিঁড়ে ফেল্‌লেন !

সতী। (সহাস্যে) ছিঁড়লেন কেন ?

দৌলত। ঘৃণায়···আর কেউ সেই ঘৃণ্য দানপত্র দেখতেও না পায় যেন···তাই !

ভীম। সতীদাস !

সতী। অনুসন্ধান ক'রে দেখ্‌ছি, মহারাণা···

ভীম। জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী শিউনারায়ণকে ব'লে দাও আমি মহারাজ জগৎসিংহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম !

[নতশিরে সতীদাসের প্রস্থান]

দৌলত। (অভিবাদনান্তর) মহানুভব মহারাণা !

ভীম। মহারাজ জগৎসিংহের সেই দানপত্র ছিন্ন ক'রে, আপনি যে আদর্শ হিন্দু নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তারই প্রতি শ্রদ্ধায় আমি আপনার অনুরোধ পালন করলাম। ধন্যবাদ !

দৌলত। (সবিনয়ে) মহারাণা !

ভীম। বলুন···

দৌলত। আমার পিতৃব্য মাধাজী সিন্ধিয়ার প্রার্থনা আপনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন···

ভীম। করেছি তো···তাই কি মহারাজ জগৎসিংহের বিরুদ্ধে আপনার এই অভিযোগ ?

দৌলত। তা নয় মহারাণা···আমার অভিযোগ সত্য।

ভীম। সিন্ধিয়ারা কৃষক বংশধর তাও মিথ্যা নয়···

[ব্যস্ত ও শ্রান্ত ভাবে সীমান্তরক্ষী-নায়কের প্রবেশ ও অভিবাদন]

সী-রক্ষী। মহারাণা,উদয় সাগরের তীর থেকে মারাঠীরা, কি জানি কেন, ব্যস্ত ভাবে মেবার সীমান্তের চতুর্দিকে ছাউনি ফেল্‌ছে !

দৌলত। (সবিস্ময়ে) কেন !!! (প্রস্থানোদ্যত)

ভীম। দাঁড়ান সিন্ধিয়া। (সীমান্ত রক্ষীকে) সৈন্যাধ্যক্ষ সর্দার সিংহকে সংবাদ দাও···

[অভিবাদনান্তর রক্ষীর প্রস্থান। সতীদাসের প্রবেশ ও অভিবাদন]

সতী। মারওয়াড়ের মহারাজ মানসিংহের দূত ও এসেছেন··· রাজকন্যার পাণি-প্রার্থনা—

ভীম। আবার মারওয়াড়···ফিরিয়ে দাও···কারও প্রস্তাব শুনতে চাই নে। (সতীদাসের প্রস্থান) মারাঠা সর্দার !

[সহসা শত কামান গর্জনের ন্যায় ভয়ানক শব্দ হইল। ভীমসিংহ ও দৌলত উভয়েই সশঙ্ক বিস্ময়ে কহিল,—"এ কি !!!"—বাহিরের দিক হইতে উদ্বিগ্ন দীবঁইন বেগে প্রবেশ করিয়া দৌলত রাওয়ের হাতে পিস্তল দিয়া নিজে তরবারি খুলিয়া লইল···ভিতরের দিক হইতে ব্যাকুলভাবে রত্না, বাইজা ও কৃষ্ণা প্রবেশ করিল। কৃষ্ণা ক্ষিপ্র হস্তে তরবারি ও বল্লম ভীমসিংহের হস্তে দিল। রত্না কহিল, "কিসের গর্জন !!!"—বাইজা কহিল, "কি দীবঁইন !!!]

ভীম। মারাঠার অভ্যস্ত চাতুরী···

দৌলত। চাতুরী !!!

ভীম। যান···মুঠোর মধ্যে পেয়ে আমি আপনাকে শাস্তি দেব না, এই প্রতারণারও ক্ষমা করবো না। কথাচ্ছলে আমাকে অসতর্ক রেখে মারাঠার যে কামান গর্জে উঠছে, মেবারী রাজপুত তার উত্তর দেবে, দিতে জানে···(বাহিরে গর্জন বাড়িতেছিল)।

দৌলত। (সবিস্ময়ে) মারাঠী কামান !!!

দীবঁইন। টোপ্‌কা আওয়াজ নেই সিদ্ধিয়া…

[বেগে সতীদাস ও সর্বাঙ্গ কর্দমাক্ত সিক্ত মেবারবাসিগণের প্রবেশ]

সতীদাস। মহারাণা, সর্বনাশ…আসন্ন প্রলয়…উদয় সাগরের বাঁধ ভেঙ্গে হু হু রবে সর্বগ্রাসী বন্যা—

ভীম। বন্যা !!! তোপের গর্জন নয় !!!

মেবারীগণ। ভীষণ বন্যা…বন্যার গর্জন, তোপের গর্জন নয়…

দৌলত। মারাঠী চাতুরীও নয়…

ভীম। চল…দেখি…

সতীদাস। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরাই ব্যবস্থা করছি…

[সতীদাস ও মেবারবাসিগণের বেগে প্রস্থান]

দৌলত। দীবঁইন !

দীবঁইন। ইওর্ এক্‌সেলেন্সী !

দৌলত। মারাঠীদের বল বন্যায় বিপন্ন মেবারীদের উদ্ধার করতে, তোপ দেগে পাহাড় ধ্বসিয়ে দাও বন্যার গতিরোধ করতে…(বেগে দীবঁইনের প্রস্থান)…অপ্রত্যাশিত এই সঙ্কটে আমি মেবারকে আত্ম-রক্ষার অবকাশ দিলাম মহারাণা। তারপর চাষীর ছেলেরা আক্রমণ করবে, অপমানের অনল-স্পর্শে মারাঠী তোপও গর্জে উঠবে…এসো বাইজা !

[দৌলতের বেগে প্রস্থান। বাইজাও দৌলতের অনুসরণ করিল। তখনও বন্যার গর্জন বাড়িতেছিল…ভীমসিংহ উদ্বিগ্ন, ব্যস্ত ভাবে বাহির হইয়া গেলেন।… সকলের পশ্চাতে কৃষ্ণা অলক্ষ্যে দৌলতকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল।…সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে কৃষ্ণার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল।]

কৃষ্ণা। (স্বগত) "এও কি প্রহ্লাদ !'

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[উদয়পুর প্রাসাদদুর্গে মহারাণার অভ্যর্থনা কক্ষ। ক্ষুদ্র প্রভাত। দূরে মেবার পাহাড়ে সূর্যোদয় হইতেছিল। প্রস্তর বেষ্টনীর নিকটে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণা সূর্য-প্রণাম করিল। আপন মনে বলিতে বলিতে ভীমসিংহ প্রবেশ করিলেন। প্রণামান্তে কৃষ্ণা নীরবে প্রস্থান করিল।]

ভীম। রত্নালঙ্কার ফিরিয়ে দিতে ভেবেছিলাম মারাঠীরা সবাই দস্যু নয়! বন্যা বিধ্বস্ত মেবারীদের সেবা করতে দেখে ভেবেছিলাম ওরাও অমানুষ নয়! খেয়াল···ওসব খেয়াল··· ক্ষণিক। জন্মাগত রক্তের সংস্কার বদলায় না।···(রত্নার প্রবেশ)··· জানো রত্না!

রত্না। প্রভু!

ভীম। জানো···জয়পুর আর মারওয়াড় থেকে যারা বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল···শুনছি, তারা দেশে ফিরবার পথে, সিন্ধিয়ার মারাঠীরা তাদের সর্বস্ব লুটে নিয়েছে···

রত্না। সে কি !!!

ভীম। হতভাগিনী বাইজা···দস্যুপত্নী···

নেপথ্যে তুলসী—"কোথায় মহারাণা ?"
" সতীদাস—"আসুন···"

ভীম। কে ?

[বাহিরের দিক হইতে সতীদাস ও তাহার পশ্চাতে সুদর্শনা মধ্যবয়স্কা বৈষ্ণবী শ্রান্ত তুলসীর প্রবেশ…অন্দরের দিক হইতে কৃষ্ণার প্রবেশ।]

সতীদাস। (অভিবাদনান্তর) মহারাণা, ইনি এসেছেন নাথদ্বার মন্দির থেকে। বলছেন…(তুলসীকে)…বলুন কি বলবেন। ইনিই মহারাণা।

তুলসী। মহারাণা,…(বসনাভ্যন্তর হইতে শ্রীনাথজীর কৃষ্ণমর্মর-মূর্তি বাহির করিয়া)…আশ্রয় দিন…রক্ষা করুন…

ভীম। এ কি !!! এ যে শ্রীনাথজীর বিগ্রহ !!!

[তুলসীর হাত কাঁপিতেছিল। ভীমসিংহ নত-মস্তকে বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণা অগ্রসর হইয়া অবসন্না তুলসীর হস্ত হইতে সসম্ভ্রমে বিগ্রহ গ্রহণ করিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল। শ্রান্ত তুলসী বসিয়া পড়িল।]

তুলসী। আঃ…এবার একটু জল…

রত্না। (ছুটিয়া জল আনিয়া) নাও…

তুলসী। (জল পান করিয়া) আঃ…

ভীম। কে তুমি মা ? শ্রীনাথজীর বিগ্রহ কোথায় পেলে ?

তুলসী। মহারাণা, পীঠস্থান নাথদ্বার মন্দির ভেঙ্গে দস্যুরা যথা সর্বস্ব লুটে নিয়েছে…আমার পালক পিতা মোহান্ত দামোদরজী বিগ্রহ রক্ষায় প্রাণ দিয়ে…অন্তিম মূহূর্তে বলেছেন…ঠাকুরকে নিয়ে পালা তুলসী…মেবারে চলে যা…

ভীম। কে সেই নরাধম দস্যু ?

তুলসী। মলহর রাও হোল্‌কার…নির্মম…বিকট…প্রেতের মতো ভীষণ…

ভীম। ওঃ…সতীদাস, বিরাম-কুঠীতে শ্রীনাথজীর সেবার ব্যবস্থা করে দাও। কোনও চিন্তা নেই মা, আমি-ই বিগ্রহের সেবার ভার নিলাম…তুমি-ই থাকবে সেবাইত্…

সতী। আসুন মা…

[কৃষ্ণা সসম্ভ্রমে বিগ্রহ তুলসীর প্রসারিত হস্তে প্রত্যর্পণ করিল। তুলসী পরম আনন্দে কহিল…"শ্রীনাথজী মেবারের মঙ্গল করুন !"…এবং সতীদাসের অনুসরণ করিয়া প্রস্থান করিল।]

রত্না। (সনিঃশ্বাসে) ভগবান !

(প্রস্থান)

কৃষ্ণা। বাবা !

ভীম। মা !

কৃষ্ণা। এর পরও মলহর বেঁচে থাকবে ?

ভীম। মানুষের সকল শক্তি সঙ্কল্প সমারোহ যাঁর অদৃশ্য ইঙ্গিতে নিমেষে জল বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়…আজ যে তিনি নিজেই নিলেন বিচারের ভার। মৃত্যু তো সাজা নয়…মুক্তিরই রূপান্তর। এর পরও যে মলহর মরে নি, ভগবানের বিচারে সে যোগ্য সাজা পাবে বলেই বেঁচে আছে। দস্যু…দানব ..বর্বর মারাঠীরা…

(প্রস্থান)

কৃষ্ণা। (অস্ফুটে) সবাই ?…সিন্ধিয়াও ?

[সজল চক্ষে, উচ্ছ্বসিত আবেগ চাপিয়া প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[উদয়পুরের উত্তর সীমান্ত খারীর অদূরে আমীর খাঁর ছাউনি। কাল মধ্যাহ্ন। শিবির কক্ষে রোশেনা মুক্ত করে কপোল ন্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল। সম্মুখে একটি চারপায়ার উপর সুরার পাত্রাদি…কক্ষ প্রাচীরে বিলম্বিত আমীর খাঁর অস্ত্রাদি… রোশেনা আরও পান করিল।]

রোশেনা। কথা রেখেছে সিন্ধিয়া…সাদী হয়নি !

[কথা কহিতে কহিতে আমীর খাঁ, দৌলত রাও ও দীবইনের প্রবেশ। দৌলত রাওয়ের হস্তে জগৎসিংহের শ্রদ্ধার্ঘ্য—হীরক হার। জ্যোতির্ময় হীরক হার দেখিয়াই রোশেনা চমকিয়া উঠিল…চক্ষে সহজাত লোলুপতা ফুটিয়া উঠিল।]

আমীর। পিছে ?

দৌলত। মহারাজ মানসিংহের দল পথে শিউনারায়ণকে খতম ক'রে সব লুটে নিয়েছে শুনে মহারাজ জগৎসিংহ খুব চটেছেন মারওয়াড়ের উপর। চটার কথাই…

আমীর। জানে না ফের্ মারওয়াড়ের দলকেও খতম করেছি আমরা। লুটেছি তামাম্…

দৌলত। (হীরকহার হাতে দোলাইয়া, সহাস্যে) শোনেনি হয়ত !…

আমীর। বেকুফ্… দুটোই বেকুফ্…

দৌলত। ক্রুদ্ধ জগৎসিংহ দেড় দু'লাখ সৈন্য নিয়ে ঘেরাও করেছে মারওয়াড়ের রাজধানী যোধপুর…

আমীর। পিছে ? মারওয়াড় ?

দৌলত। ধনকুল সিংহের পক্ষ হয়ে মারওয়াড়ের গদী দখল করার মতলবে বিদ্রোহী সর্দাররা সুযোগ বুঝে যোগ দিয়েছে জগৎসিংহের দলে। শুনছি ফন্দীবাজ ফিরীঙ্গিরাও রয়েছে দু'দলেই। মানসিংহও খুব গরম ! জোর লড়াই চলছে গাঙ্গোলীতে…

আমীর ! (সোল্লাসে) খুশ্ খবর…

দৌলত। মেবার-রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বী দু'জন বেঁচে থাকতে পারে না তো…

আমীর। খুশ্ খবর…বসো দোস্ত্…বৈঠিয়ে সাহেব…(সহসা সুরার পাত্র পূর্ণ করিয়া পান) রোশ্‌নী, মৌজ্ কর্…খুশ্ খবর… (পুনরায় পান)…

[রোশেনা বারবার লোলুপ দৃষ্টিতে দৌলত ও দৌলতের হাতে হীরক হারের দিকে দেখিতেছিল…উত্তেজনায় এক একবার কটীবদ্ধ ছোরার হাতল চাপিয়া ধরিতেছিল… অলক্ষ্যে দীর্ঘইন সকৌতুকে রোশেনার ভাব লক্ষ্য করিয়া শিষ্ দিল—"হ ই স্ স্"]

দৌলত। বুঝে নাও দোস্ত্ তোমার বখরা…মারওয়াড়ের দল লুটে যা' কিছু পাওয়া গেছে ‥অর্থ অলঙ্কার গুলী বন্দুক তোজদান… তামাম্ তোমার…শুধু এই হার আমার। বুঝে নাও…সবই রয়েছে জামসেদের জিম্মায় · বুঝিয়ে দাও দীর্ঘইন…(দীর্ঘইন ও আমীর প্রস্থানোদ্যত হইল)…

রোশেনা। আমারও চাই কণ্ঠহার…

দৌলত। কণ্ঠহার !!

রোশেনা। (সম্মুখে আসিয়া) ওই কণ্ঠহার…

দৌলত। এ'টা তৈরী হয়েছিল যাঁর জন্য…

রোশেনা। পায়নি…পাবেও না সে। দুষ্‌মন।

দৌলত। না পেলেও…

রোশেনা। আমি চাই। আমিই নেব…(বিলোল কটাক্ষ পাত করিয়া) আমি পরবো…দি'ন…(দৌলতের দিকে অগ্রসর হইল)

দৌলত। (সহাস্যে সরিয়া) হয় না বাইজী…

রোশেনা। (দৌলতের নিকটে যাইয়া হাত বাড়াইয়া) হয় ! (দৌলত আরও সরিল। রোশেনা আরও নিকটে গেল) হবে !

দৌলত। (সরোষে) খবরদার…

[দৌলতের সিংহ গর্জনে রোশেনা সভয়ে দু'পা পিছাইয়া গেল। আমীর খাঁ ব্যস্ত ভাবে দৌলত ও রোশেনার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।]

রোশেনা। (সরোষে) আমি বখ্‌রা চাই ওই হার…বাকি তামাম্ সিপাহিয়ার।

দৌলত। কস্‌বীর গলায় পরানো যায় না এ হার···

আমীর। (অপমানিত বোধে) ফির্···

রোশেনা। (সবলে আমীরকে ঠেলিয়া সম্মুখে আসিয়া) দস্যুর হাতেও মানায় না জহরত্···

দৌলত। (সহাস্যে) তাই তো দিইনি আমীর খাঁকে···

আমীর। হোঃ হো···

[দৌলত প্রস্থানোদ্যত হইলেই পশ্চাৎ হইতে রোশেনা দৃঢ় মুষ্টিতে কটিবন্ধ ছোরা বাহির করিবার উপক্রম করিতেই দীবঁইন দৌলত ও রোশেনার মধ্যস্থলে আসিয়া সকৌতুকে শিষ্ দিল—"হু ই স্ স্" এবং সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল বাহির করিয়া প্রস্তুত হইল। আমীর খাঁ সগর্জনে ডাকিল—"সিদ্ধিয়া"—]

দৌলত। (ফিরিয়া) মারাঠী বখ্‌রার ফের্‌তা হয় না, আমীর খাঁ।

[বলিয়াই দৌলত বিদ্যুত বেগে প্রস্থান করিল। দীবঁইনও দৌলতের অনুসরণ করিল। রোশেনা ক্ষিপ্তের ন্যায় চেঁচাইয়া কহিল—"রোখো···জামসেদ!" ব্যস্ত ভাবে জামসেদ প্রবেশ করিয়া কহিল—"জি হুজুর"—রোশেনা আদেশ করিল—"রোখো···"। আমীর খাঁ ক্রুরদৃষ্টিতে চাহিয়া পূর্বস্থানেই দাড়াইয়াছিল। জামসেদ প্রস্থান করিবার পূর্বেই আদেশ করিল—"সবুর···আপ্‌না সামাল হো!" অভিবাদনান্তর জামসেদ প্রস্থান করিল। আমীর দৃঢ় হস্তে সুরাপাত্র পূর্ণ করিয়া পান করিল।]

রোশেনা। (সরোষে) আমীর খাঁ!

আমীর। (নিঃশব্দে সুরাপাত্র রাখিয়া, দাঁতে চিবাইয়া) সবুর··· রোশ্‌নী···মেঁ পাঠান···জাস্থ। সবুর···(জামসেদের প্রবেশ)···ফিস্ কোন্?

জামসেদ। যোধপুরী খবর্‌গীর্···

আমীর। যোধপুরী !!

জামসেদ। হুজুর···(জামসেদ সহ আমীর খাঁর প্রস্থান)

রোশেনা। (উত্তেজনা প্রতিহিংসা ও লালসার অসহ্য যন্ত্রণায়) ওঃ…ওঃ · ওঃ—কৃষ্ণকুমারী জিতবে…হেরে যাবো ? · (সবলে সজল চক্ষু মুছিয়া) না…না…

[ব্যস্ত ভাবে আমীর খাঁ ও জামসেদের প্রবেশ]

আমীর। উঠাও ছাউনী…ফুর্তি…চলো যোধপুর জল্‌দি (তুরী দিয়া)…জল্‌দি…(জামসেদের প্রস্থান)…ফুর্তি রোশ নী…খবর পাঠিয়েছে কাব্বাস, মারওয়াড়ী মহারাজ মানসিংহের হয়ে ধন্‌কুল্‌ সিংহের দলকে খতম্‌ করলে মুজ্‌রা মিল্‌বে দশলাখ…দশলাখ!—হটাবোই… চলো যোধপুর…

রোশেনা। যোধপুর !!!

আমীর। হরজ্‌ ? (ক্ষিপ্র হস্তে অস্ত্রাদি পরিধান)

রোশেনা। কৃষ্ণকুমারী·· খুন্‌…ছিল্‌কা…জবান্‌ দাও নি ?

আমীর। ও…হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ…সবুর · মিলেঙ্গী মোকামে…

[প্রস্থান]

রোশেনা। (বিরক্তি ও ক্রোধে জ্বলিয়া) ফাল্‌তো…বেইমান… (দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া)…আচ্ছা…(শানিত ছোরা বাহির করিয়া দেখিয়া যথাস্থানে রাখিয়া) আমিও পাঠান…রোশেনা বাঈ… আট্‌কাবে ? ফুঃ…(সন্তর্পণে প্রস্থান)

[সশস্ত্র আমীর খাঁর প্রবেশ। সৈনিকগণ কক্ষের আসবাব-পত্র সরাইতেছিল।]

আমীর। রোশ্‌নী…রোশ্‌নী…ফির্‌ ?…রোশ্‌নী…

[জামসেদের প্রবেশ ও অভিবাদন]

আমীর। তৈয়ার ?

জামসেদ। তামাম্‌…

আমীর। সাবাস ইয়ার…চল্‌…

[উভয়ের প্রস্থান। বাহিরে উচ্চতর রবে নাকড়াধ্বনি হইতেছিল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[বিরামকুঠী সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান। কাল অপরাহ্ন। পুষ্পচয়ন করিয়া তুলসী তন্ময় ভাবে গাহিতেছিল। কৃষ্ণকুমারী ও রামপ্যারী প্রবেশ করিল। রামপ্যারী—"ওই তো—" বলিতেই কৃষ্ণা তাহাকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া ভজন শুনিতে লাগিল।]

গীত

রাম কি গোপাল শ্যাম, তুহুঁ ভগবান।
পেখনু রূপের ভেদ, অন্ধ সমান।
তোঁহারি লীলা নাথ, কহব কি মুঞি ছার,
নেহারি কুসুম ভণা যায় কি সুরভি তার!
তেঁই না বাখানি গুণ, করি নাম গান॥

[গীতান্তে তুলসী ফিরিয়া কৃষ্ণকুমারীকে দেখিয়া সাগ্রহে আলিঙ্গন করিল। ক্ষণকাল পরে কহিল,—"এসো মন্দিরে!"]

কৃষ্ণা। তুলসীদি'!

তুলসী। কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা। দেখেছো ঠাকুরকে?…(তুলসী সহাস্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিল)…পেয়েছো?

তুলসী। (সহাস্যে) না তো!

কৃষ্ণা। এই তন্ময়তা…এত তৃপ্তি না পেয়েও?

তুলসী। পেতে চাইনি তো…

কৃষ্ণা। সাধ হয় না চোখে দেখে দয়িতকে কাছে পেতে…

তুলসী। শঙ্কা হয় যদি পেয়ে হারাই আমারই দোষে। না-ই বা পেলাম…না চেয়ে না পেয়ে ভালোবাসাই তো বেশ। শেষ নেই…ছেদ নেই…বিরহও নেই…

কৃষ্ণা। (মৌন তৃপ্তিতে) সত্যি-ই তো!

[উভয়ের প্রস্থান…রামপ্যারী উহাদিগকে অনুসরণ করিতে করিতে কহিল,—"ঢংয়ের কথা!"]

চতুর্থ দৃশ্য

[সুসজ্জিত বহির্কক্ষ। কাল রাত্রি। মূল্যবান মসলীন্ পরদার অন্তরালে কক্ষান্তরে …নিষ্প্রভ স্নিগ্ধ আলোকে…রোশেনা আপন মনে নৃত্য করিতেছিল। কাব্বাউদ্দীনের সঙ্গে দৌলত রাও বহির্কক্ষে প্রবেশ করিল।]

কাব্বাস। আমি এসেছিলাম আমীর খাঁর কাছে…এসে শুনলাম সে গেছে যোধপুরে…রোশেনা রয়েছে এখানে…বললো আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকার…

দৌলত। আবার কি দরকার? কথা দিয়েছিলাম সাদী হবে না…হয়নি…হবেও না…আবার কি দরকার?

[কক্ষান্তরের মসলীন্ পরদা সরাইয়া অপরূপ নৃত্যছন্দে মোহিনী হাস্যে রোশেনা কহিল,—"আসুন"।]

দৌলত। বা বাইজী…ভানুমতীর খেল্… না খাঁ সাহেব?… (ফিরিয়া দেখিল কাব্বাস নাই)…সরে পড়লো!

রোশেনা। বসুন…সেদিনকার বেয়াদবি মাফ্ করুন…

দৌলত। খুব দামী মাফ্ চাওয়াতো…

রোশেনা। যা খুসী করুক জয়পুর…

দৌলত। করছে-ই তো…

রোশেনা। কৃষ্ণকুমারীর সাদী হয় তো হোক্ না…

দৌলত। হবে-ই একদিন…

রোশেনা। আমি নেই আর ওসব ধান্দায়···

দৌলত। বাঁচা গেল···

রোশেনা। ফিকে হয়ে গেছে সারা দুনিয়ার রোশ্‌নাই ·

দৌলত। ব্যর্থতায় ?

রোশেনা। এ জীবন সার্থক করার আকাঙ্খায়·· (সপ্রেম দৃষ্টি)

দৌলত। ভালো !

রোশেনা। (সকাতরে) পাবো না ? এতটুকু পেতে সর্বস্ব দিয়েও যা কেউ পায়নি কোনও দিন, তাই আজ সবখানি দিতে চাই অকাতরে। পাবো না ? (প্রেমাবেগ-সুন্দর আত্ম নিবেদন সূচক ভঙ্গীতে) বিনিময়ে কিছুই চাইনা···দৌলত ··

দৌলত। (সহাস্যে) রাও সিন্ধিয়া। সবটা বলতে হয় বুঝতেও ভুল হয় না ··যেমন রোশেনা বাইজী বললেই বুঝা যায় কারও মাইজী সে নয় ··হতেও পারে না। কস্‌বীর প্রেম !

[অনুচ্চারিত হাস্যধ্বনি করিয়া প্রস্থান। ব্যর্থ রোশেনা সেই স্থানেই অবশ ভাবে বসিয়া পড়িয়া যুক্ত করে মুখ ঢাকিয়া মাথা নত করিয়া রহিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিল।

রোশেনা। কৃষ্ণকুমারীর জেল্লায় ঝল্‌সে গেছে চোখ। খুব দেমাক ! (সহসা উঠিয়া সরোষে) পয়মাল করবো আমি···কাব্বাস !

[কাব্বাসের প্রবেশ।]

কাব্বাস। চলে গেল সিন্ধিয়া ?

রোশেনা। যাক···যাচ্ছি আমিও···(সহসা কটীবদ্ধ ছুরি বাহির করিয়া স্বীয় বাম বাহুতে আঘাত করিয়া উদ্গত শোণিতে রেশ্‌মী রুমাল ভিজাইয়া উহা কাব্বাসকে দিয়া) নাও, আমীর খাঁকে দেবে···বলবে···

পাঠানো খুনের কসম্…কৃষ্ণকুমারী বেঁচে থাকে তো বাই বাঁদী বানাবে তাকেও…

কাব্বাস। (শোণিত সিক্ত রুমাল উর্ধে তুলিয়া) কবুল…

[প্রসারিত হস্তে রোশেনা কাব্বাসকে যাইবার ইঙ্গিত করিল। কাব্বাস চলিয়া গেল। ক্ষণকাল ব্যর্থ চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া সহসা উন্মাদের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ভাবে উচ্চহাস্য করিল।]

রোশেনা। কৃষ্ণকুমারী…দৌলত·· ফুঃ…

[কক্ষ অন্ধকারাবৃত হইল।]

পঞ্চম দৃশ্য

[উদয়পুরের পশ্চিম সীমান্তে মারাঠী শিবির। কাল মধ্যাহ্ন। উত্তেজিত ভাবে দৌলতরাও পরিক্রমণ করিতেছিল। অদূরে দাঁড়াইয়া তুকাজী ও দীবঁইন।]

দৌলত। আবার খুঁজে ভাখ তুকাজী। হোক উঁচু পাহাড়, ভেঙ্গে পথ করতেই হবে। পূর্ণাঙ্গ মারাঠী বাহিনী প্রবেশ করা চাই-ই উদয়পুর গড়ে ··

[নতশিরে তুকাজীর প্রস্থান]

দীবঁইন। কুচ্ ‌পট্ মাইজী জান্‌বে…জান্‌বে না ?

দৌলত। মাইজীও মেবারী যে…

দীবঁইন। মারাঠারও মাডার মাইজী…

দৌলত। বাইজা !…(কক্ষান্তর হইতে বাইজার প্রবেশ)… তুকাজীর মতো শ্যেন-চক্ষু চর খুঁজে পাচ্ছে না সসৈন্যে উদয়পুরে প্রবেশ যোগ্য কোনও পথ। দীবঁইনের মতে পাহাড় ধ্বসিয়ে পথ করা অসম্ভব !

দীবঁইন। ইম্‌প্রেগ্‌নেব্‌ল্‌…মাইজী…

বাইজা। (সহাস্যে) অর্থাৎ ?

দীবঁইন। টোপ্‌কা গোলা ফাট্‌বে…পাহাড় ফাট্‌বে নেই…

দৌলত। জানো এই পাহাড়ী প্রাচীরে এমন কোনও দুর্বল স্থান যেখানে তোপ দেগে ভেঙ্গে পথ ক'রে প্রবেশ করতে পারে আমার মারাঠী বাহিনী ? তুমি তো মেবারী…

দীবঁইন। মারাঠারও মাডার মাইজী…

বাইজা। মা কি ছেলেকে ধ্বংসের পথ দেখিয়ে দেয় দীবঁইন ? এগোতে দেয় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ?

দৌলত। (সরোষে) ধ্বংস…মৃত্যু ? এতই কি দুর্ভেদ্য উদয়পুর… দুর্জয়ী মেবারী রাজপুত ?

বাইজা। কেউ তো পারেনি আজও। আরবী ইরাণী তুর্কী গ্রীক মোগল…কেউ না…

দৌলত। দখল না করলেও ধ্বংস করেছে তো…দম্ভ ধ্বসিয়ে ধূলিসাৎ করেছে তো…

বাইজা। শত্রুর শক্তিতে নয়…দেশদ্রোহীর বিশ্বাসঘাতকতায়। প্রতিবারই বুকের রক্তে সেই কালিমা ধুয়ে আত্মশুদ্ধি করেছে মেবার। মায়ের কোলে মানুষ হয়ে আবার সগর্বে তুলে ধরেছে রক্তে লাল মেবারী পতাকা !

[নতশিরে দীবঁইন প্রস্থান করিল]

দৌলত। পারনা মেবারী মায়েদের মতো মারাঠাকে মানুষ করতে ?

বাইজা। অকাতরে আত্মদান করতে পারি মারাঠার আত্ম-প্রতিষ্ঠার ব্রতে। এ-সব তুচ্ছ বিবাদ ভুলে, অবরোধ তুলে, মহারাষ্ট্রে ফিরে চল প্রভু…মারাঠীদের গড়ে তোল…আমি সগর্বে তুলে ধরবো হিন্দু-গৌরব শিবাজীর মারাঠী পতাকা !

দৌলত। আমিও তাই তুলে ধরতে চাই…মেবারে…জয়পুরে…রাজস্থানে ··

বাইজা। তাতে জাতীয় গৌরব বাড়ে কি?

দৌলত। গৌরব বাড়ে না আত্ম-বিস্তারে? বল কি বাইজা?

বাইজা। আত্মরক্ষার সমস্যাও তো জটিলতর হয় ··

দৌলত। রাষ্ট্রের বিস্তৃতি সাধনে…

বাইজা। জাতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই হারিয়ে ফেলে, স্ফটিকস্বচ্ছ পাহাড়ী ঝরণা সমুদ্রে মিশে নোনা হয়ে যাওয়ার মতো ··

দৌলত। অর্থ সম্পদ শাসন ক্ষমতায়…

বাইজা। পীড়ন করা চলে…আপন করা যায় না। পীড়িতের রোদন ছাপিয়ে শেষে একদিন ওঠেই ওঠে—মর্মান্তিক হাহাকার…

দৌলত। কার?

বাইজা। আত্মহারার ··চির অতৃপ্ত জিগীষার…

দৌলত। (ক্ষুণ্নভাবে) বাইজা!

বাইজা। প্রতিষ্ঠার ভ্রান্ত প্রয়াসে জগতের যেখানেই যারা তোপের মুখে মেরে এগিয়ে চলে তারাও তো মরে। আত্মরক্ষায় যাঁরা মরে, ইতিহাসে তাঁরাই তো বেঁচে থাকে। দিগ্‌জয়ী সিকান্দার, দুঃস্বপ্নের মতো দুর্জয়ী ঔরংজেব…কেউ বেঁচে নেই তো সিন্ধিয়া!

দৌলত। মেবার?

বাইজা। রয়েছে…থাকবেও। জন্মভূমির সীমানার বাইরে মেবার কোনও দিন তার জাতীয় পতাকা তুলতে যায়নি ··তাই।

(প্রস্থান)

দৌলত। দাম্ভিক মেবারী স্বাতন্ত্র্য…বিচিত্র স্বৈরাচার। শুধু অতীত খ্যাতির দম্ভে মাথা উঁচু করে চলবে রাজপুত…মাথা তুলতে

পারবে না জাঠ মীন শিখ মারাঠীরা আত্মপ্রতিষ্ঠার আপ্রাণ প্রয়াসেও? ওরা ভুলে যায়, আভিজাত্যের গৌরীশৃঙ্গ রামের সীতা উদ্ধার করেছিল অযোধ্যার রঘুবংশধরেরা···না দক্ষিণাত্যের অখ্যাত পাহাড়ীরা!

[অম্বজীর প্রবেশ ও অভিবাদন]

অম্বজী। ইন্দোর থেকে বিতাড়িত হৃতসর্ব্বস্ব মলহররাও হোল্‌কার নাথদ্বার লুণ্ঠন ক'রে শ্রীনাথজী-বিগ্রহের অলঙ্কার পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়েছে··· (দৌলত বজ্রাহতের ন্যায় চাহিয়া রহিল)···শুধু তাই নয়···সবস্ব অপহরণ ক'রে পবিত্র পুষ্কর তীর্থ জ্বালিয়ে দিয়েছে···

দৌলত। বা রে মারাঠা···কোথায় পালালেন নিপীড়িত নিঃস্ব ভগবান শ্রীনাথজী?

অম্বজী। মেবারে···

দৌলত। মেবারে!!! চমৎকার! (সানুনয়ে) অম্বজী! পিতার আমলের সৈন্যাধ্যক্ষ আপনি···দুর্দান্ত মারাঠী যোদ্ধা। একটা ভিক্ষা চাই···দেবেন?

অম্বজী। (সসম্ভ্রমে) আদেশ করুন সিন্ধিয়া···

দৌলত। মলহরের ছিন্ন-শির চাই··

অম্বজী। (দৃঢ় কণ্ঠে) দেব···(অভিবাদনান্তর প্রস্থান)···

দৌলত। (কিয়ৎক্ষণ উদাসভাবে চাহিয়া) বাইজা!···(বাইজার প্রবেশ)···জগৎসিংহের হীরের হারটা দাও তো···(পরিক্রমণ)···

[কক্ষান্তর হইতে বাইজা হীরক হার আনিয়া দিল। হার লইয়া দৌলত বাহির হইয়া গেল। বাইজাও সনিঃশ্বাসে কক্ষান্তরে গমন করিল।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[চম্বল নদীর তীরে মহারাণার বিরামকুঠিতে শ্রীনাথজীর মন্দির। কাল সন্ধ্যা। মন্দির মধ্যে শ্রীনাথজীর বিগ্রহ…সম্মুখে সুপ্রশস্থ চাতাল…প্রশস্থ সোপানশ্রেণী… কৃষ্ণ মর্মর স্তম্ভ বিশিষ্ট বিরাট নাট-মন্দির। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দূরাগত মেঘ গর্জন শুনা যাইতেছিল। মন্দির মধ্যে জনৈক বৈষ্ণব ঠাকুরের আরতি করিতেছিলেন। দ্বারের নিকটে চাতালে বসিয়া তুলসী ভজন গাহিতেছিল। নাট-মন্দিরে সমাগত বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজাইতেছিল।

ঠাকুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নর নারিগণ ফুল তুলসী হস্তে আসিয়া ঠাকুর প্রণামান্তে চলিয়া যাইতেছিল। কেহ কেহ ভজন শুনিতে অপেক্ষাও করিতেছিল। জনৈক বৈষ্ণব চাতাল হইতে দর্শকগণকে নির্মাল্য ও প্রসাদ বিতরণ করিতেছিল। ছিন্ন মলিন বসনে পাগলাটে ভিখারিণীর বেশে মতিচ্ছন্নের ন্যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়িয়া রোশেনা প্রবেশ করিল এবং প্রচ্ছন্ন সতর্কতার সহিত একটি স্তম্ভের ছায়ায়, সোপানে বসিয়া উপরের সোপানে মাথা নোয়াইয়া মুখ লুকাইয়া অপরের অলক্ষ্যে সকলের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। বিগ্রহ প্রণামান্তে নারীদ্বয় রোশেনার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল—]

১ম নারী—কিছু চায় না, দিলেও নেয় না…পাগল…

২য় নারী—ক'দিন থেকে দেখছি, এখানে পড়ে থাকে…

১ম নারী—ধরণা দিয়েছে হয়ত…

[উভয়ের প্রস্থান]

রাজ রাজেশ্বর হে নাথ, নাথজী !
করুণে করুণা, হে দীননাথজী !
ধূপ চন্দন দীপ ফুলের মালা,
ভকতি ভজন পূজা ভোগের ডালা,
সব হো দয়াময়, তোঁহারি লীলা !

জগন্নাথ তু, চরণ নমহুঁ,
কীটাহু কীটাধম অব্ মো কহুঁ,
না জগ-বাহির হম্ নিরালা !
দোষ না বিচারি করুমে করুণা,
পতিতপাবন অনাথ-নাথ জী !

[সাধারণ বেশে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া দৌলতরাও নাট-মন্দিরের একটি স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়াইল। আরতি ও ভজন শেষ হইল। বাদক বৈষ্ণবগণ ঠাকুর ও তুলসীকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। দর্শক ও পূজারী বৈষ্ণবগণ চলিয়া গেল। তুলসী বিগ্রহ সম্মুখে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। দৌলতরাও অগ্রসর হইয়া ঠাকুরের উদ্দেশে সোপানের উপর মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিল। দৌলতকে দেখিয়াই রোশেনা চমকিয়া বিদ্যুতবেগে আত্মগোপন করিল। প্রণামান্তে উঠিতেই তুলসী সহাস্যে দৌলতকে নির্মাল্য প্রদান করিল। সসম্ভ্রমে নির্মাল্য মাথায় রাখিয়া দৌলত যুক্তকরে তুলসীকে প্রণাম জানাইল।]

দৌলত। এই ঠাকুর-ই ছিলেন নাথদ্বারে ?…(তুলসী সহাস্যে মাথা নোয়াইয়া সমর্থন জ্ঞাপন করিল)…আপনিই তুলসী মাইজী ?…(তুলসী সহাস্যে সম্মতি প্রকাশ করিল)…নাথদ্বারে খুব অত্যাচার করেছিল দস্যু মলহর ?

তুলসী। (শিহরিয়া) ঠাকুর ! মনে করতেও গা কাঁপে ! কী নিষ্ঠুর মারাঠীরা…কে আপনি ?

দৌলত। মারাঠা-ই…(কিয়ৎক্ষণ পরে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে হীরক হার বাহির করিয়া তুলসীর সম্মুখে চাতালের উপর রাখিয়া)…ঠাকুরকে দিচ্ছি মা…

তুলসী। (হার তুলিয়া দেখিয়া, সবিস্ময়ে) এ যে হীরের হার !!!

দৌলত। লক্ষ মোহরের চেয়েও বেশী মূল্যবান। মারাঠী মলহর যা করেছে তা' ক্ষমার যোগ্য নয়···যা' লুটেছে তার খানিকটা ক্ষতিপূরণ ···নাও মা!

তুলসী। মলহরের পাপ শুধু চোখের জলে-ই মোচন করা চলে··· এতে নয়। ক্ষতি কার, কে পূরণ করবে? প্রণামীর টাকাকড়ি ঠাকুর নেন না চান?

দৌলত। মানুষ দেয় তো!

তুলসী। দেওয়ার অনুরাগ-ই ঠাকুর ভালোবাসেন···

দৌলত। প্রণামী দিচ্ছি···

তুলসী! ফুল তুলসীর মালা এনে দিন, ঠাকুরকে পরাবো···এটা নয়···এই নিন···(হার দৌলতকে প্রত্যর্পণ)

[ইত্যবসরে মেঘগর্জন. ঝড়ের বেগ ও·বিদ্যুৎ স্ফুরণ বাড়িতেছিল। হার গ্রহণ করিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় দৌলত, নতশিরে ঠাকুর প্রণামান্তে, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাইতেছিল···

দৌলত প্রস্থান করিবার পূর্বেই কৃষ্ণকুমারী দ্বারদেশ হইতে কহিল,—"কী দুর্যোগ !!"—কৃষ্ণকুমারীর অলক্ষ্যে, ক্ষিপ্রপদে দৌলত সরিয়া একটি স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়াইল। কৃষ্ণকুমারী ও তৎপশ্চাত ফুলের সাজি হাতে রামপ্যারী নাট-মন্দিরে আসিল··· রামপ্যারীর কয়েক পদ পশ্চাতেই উন্মাদ ভিখারিণী ভঙ্গীতে রোশেনাকে দেখিয়া দৌলত বিস্ময়ে, আত্মগোপন করিয়া, রোশেনার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। মন্দিরের চাতাল হইতে তুলসী সাগ্রহে সহাস্যে নামিয়া আসিল···রোশেনাও ছিন্ন মলিন ওড়না দুই হাতে প্রসারিত করিয়া ভিক্ষাচ্ছলে কৃষ্ণকুমারীর নিকটে আসিল।]

তুলসী। এই দুর্যোগেও তুমি এলে কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা! কি জানি কেন আজ না এসে ভালো লাগছিল না তুলসীদি'···ঠাকুর প্রণাম ক'রেই চলে যাবো···

তুলসী। এসো···

রোশেনা। (কৃষ্ণার নিকটে আসিয়া) রাজকুমারী…রাজকুমারী…

তুলসী। (কৃষ্ণার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে) ভিখারিণী…পাগল !

কৃষ্ণা। (রামপ্যারীকে) কিছু দাও ওকে…

[ফুলের সাজি হইতে অর্থ বাহির করিতে রামপ্যারী অন্যমনস্কা হইল। তুলসীর পশ্চাতে কৃষ্ণা অগ্রসর হইতেছিল। সুযোগ বুঝিয়া রোশেনা সহসা কৃষ্ণার ঠিক পশ্চাতে আসিয়া, প্রসারিত ওড়নার নীচে মুষ্টিবদ্ধ শাণিত ছুরি কৃষ্ণকুমারীর পৃষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া উঠাইল। মেঘগর্জন হইতেছিল…সহসা ভীষণ গর্জনে অদূরে বজ্রপাত-নাদ হইল। ঠিক সেই সময় অন্তরাল হইতে দৌলতরাও সিংহগর্জনে কহিল,—"খবরদার" !—প্রবল ঝড়ে নাট-মন্দিরের প্রদীপ নিভিয়া গেল। বিদ্যুতালোকে রোশেনার শাণিত ছুরি ঝলসিয়া উঠিল ও সশঙ্ক রোশেনার শিথিল মুষ্টি হইতে পড়িয়া গেল। দৌলত নিকটবর্তী হইবার পূর্বেই রোশেনা আতঙ্কে—"ওঃ"—আর্তনাদ করিয়া, ঝড়, বিদ্যুৎ অগ্রাহ্য করিয়াই বিদ্যুতগতিতে বাহির হইয়া গেল। সহসা বজ্রপাত নাদে সশঙ্কা তুলসী কৃষ্ণকুমারীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। রামপ্যারী বসিয়া পড়িয়াছিল। উভয়েই আতঙ্কে চক্ষু বুজিয়াছিল। সুতরাং কেহই রোশেনাকে লক্ষ্য করে নাই। রোশেনার শিথিল হস্ত হইতে ছুরি পড়িতেও দেখে নাই। কৃষ্ণকুমারী রোশেনার ছুরি উত্তোলন দেখে নাই…ছুরি পড়িতেও দেখে নাই…রোশেনাকে আর্তনাদ করিয়া পলাইতে লক্ষ্য করিয়াছে…দৌলতের সাবধানবাণীও শুনিয়াছে। দৌলত রোশেনার অনুসরণ করিয়া বাহির হইয়া যাইবার পূর্বেই আগাইয়া আসিল।]

কৃষ্ণা। কে আপনি ? কেন ওই ভিখারিণীকে ধমকে তাড়ালেন ?

দৌলত। (থামিয়া ফিরিয়া) কেন ?

তুলসী। আহা হা…এই দুর্যোগে…উন্মাদিনী…

দৌলত। উন্মাদিনীই বটে ! ওর-ই হাত থেকে পড়েছে ওই ছুরি…ভিখারিণী তুলেছিল রাজকুমারীকে লক্ষ্য ক'রে…

[প্যারী ও তুলসী আতঙ্কে "ছুরি" বলিয়া নত হইয়া ছুরিটা দেখিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কহিল,—"ছুরি-ই তো !!" কৃষ্ণকুমারী ভ্রূক্ষেপও না করিয়া প্রশ্ন করিল,—"কারণ ?"]

দৌলত। (হীরক হার বাহির করিয়া ধরিয়া) এই হার…

[বিদ্যুতালোকে হীরক হার ঝলসিতে লাগিল। বিদ্যুতালোকে দৌলতরাওকে দেখিয়া চিনিয়া কৃষ্ণকুমারী উন্নত গ্রীবা নত করিয়া অস্ফুটে কহিল,—"আপনি !"— বিদ্যুতালোকে রামপ্যারী দৌলতরাওকে দেখিয়া আতঙ্কে মুখ ব্যাদন করিয়া বেগে পলায়ন করিল। ইত্যবসরে ঝড় ও মেঘগর্জন থামিয়াছে…মন্দিরের পরিচারক নাটমন্দিরের নির্বাপিত প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়াছে। তুলসী বিস্ময়াভিভূতা ভাবে কৃষ্ণা ও দৌলতকে নিরীক্ষণ করিতেছিল।]

দৌলত। (নতমুখে) মলহরের দুষ্কৃতির ক্ষমা চাইতে এসেছিলাম। নাথদ্বার লুণ্ঠনের খানিকটা ক্ষতিপূরণ করতে এনেছিলাম এই হার। নেন নি তুলসী মাইজী…ক্ষমাও করেন নি দেবতা ! এই হার মেবার রাজকন্যাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠিয়েছিল জগৎসিংহ…লুণ্ঠন করেছিল প্রতিদ্বন্দ্বী মারওয়াড়…প্রতিবাদে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম আমি…এই হার পরতে না পেয়ে প্রতিহিংসা মেটাতে এসেছিল বাইজী রোশেনা ! এ শুধু হীরা নয়…জ্বলন্ত ইতিহাস ! রইল রাজকুমারী…

[সসম্ভ্রমে হার কৃষ্ণার পদতলে রাখিয়া প্রস্থানোদ্যত]

কৃষ্ণা। (বিচলিত কণ্ঠে) নিয়ে যান…(দৌলত ফিরিলে হার নির্দেশ করিয়া অবিচলিত কণ্ঠে)…তুলে নিয়ে যান…(দৌলত কৃষ্ণার দিকে তাকাইল)…আমি পাঠান নই…মেবারী…

দৌলত। ও…

[নীরবে হার তুলিয়া লইয়া ফিরিতেই অদূরে চম্বল নদী দেখিয়া দৌলত দাঁড়াইয়া মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া, হীরক হার সবলে নদীতে নিক্ষেপ করিল এবং পরক্ষণেই

দ্রুত বাহির হইবার পূর্বেই কোলাহল করিতে করিতে সশস্ত্র মেবারিগণ দ্বাররোধ করিল। উহাদের পশ্চাতে রামপ্যারী।]

১ম মেবারী। খুন করবো···

প্যারী। ডাকাত···মারাঠী ডাকাত···

২য় মেবারী। কেটে ফেলবো

[অপ্রত্যাশিত আক্রমণে দৌলত কয়েকপদ পিছাইয়া আসিল। অবিচলিত পদে কৃষ্ণকুমারী দৌলত ও রুষ্ট মেবারিগণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল—]

কৃষ্ণা। অস্ত্র নামাও···এটা মন্দির···পথ ছাড়ো!

[রাজকন্যাকে দেখিবাই মেবারিগণ সসম্ভ্রমে অস্ত্র নামাইয়া দুই দিকে সরিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। রামপ্যারী সবিস্ময়ে সরিয়া গেল। কৃষ্ণকুমারী ফিরিয়া সসম্ভ্রমে দৌলতকে মুক্ত পথ নির্দেশ করিয়া কহিল,—"আসুন সিন্ধিয়া!"—দৌলতরাও নতশিরে বাহির হইয়া গেল। কৃষ্ণা মন্দিরাভিমুখী অগ্রসর হইল। মেবারিগণ পরস্পরের প্রতি সকৌতুক সপ্রশ্ন ইঙ্গিত করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

মন্দিরের সোপান সম্মুখে আসিয়া কৃষ্ণা সোপানে পড়িয়া প্রণাম করিয়া কহিল—"ঠাকুর!"—ক্রন্দনাবেগ দমন কবিতে কৃষ্ণার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। সস্নেহে কৃষ্ণার পার্শ্বে বসিয়া সাশ্রুনয়নে সহাস্যে তুলসী ডাকিল—"কৃষ্ণা!"]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[উদয়পুর প্রাসাদে মহারাণার অভ্যর্থনা কক্ষ। কাল অপরাহ্ণ। মহারাণা ভীম-সিংহ ও মহারাণী রত্নাবাঈ কথোপকথন করিতেছিলেন।]

ভীম। জয়পুর আর মারওয়াড়পতি দু'জনেই গাঙ্গোলীর যুদ্ধে সর্বস্বান্ত হয়ে যে যার রাজ্যে ফিরেছে রত্না। ছারখার হয়ে গেল দুটো দেশ-ই!

রত্না। জয়পুরী বাস্তুহারারাও এবার যাক্ না দেশে ফিরে!

ভীম। যাবে···ফিরতে তো হবেই···

রত্না। অকৃতজ্ঞের দল···মেবারে এসে আশ্রয় পেয়ে আজ ওরাই মেবারময় অশান্তির সৃষ্টি করছে!

ভীম। যুদ্ধের ফলে সর্বস্ব হারিয়ে ওরা তো অশান্তি নিয়েই এসেছে ··বাস্তুহারা···সর্বহারা ওরা। অশান্ত হবে-ই তো। উচ্ছৃঙ্খলতা অসহ্য অশান্তির-ই পরিণাম।

রত্না। তার জন্য মেবার দায়ী নয়···কৃষ্ণাও দায়ী নয়!

ভীম। ওদের ধারণা তাই। ওরা বলে জগৎসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহ হয়নি বলেই ওদের এই দুর্দশা!

রত্না। অপদার্থের দল! যেমন চরিত্র মহারাজ জগৎসিংহের তেমনি তার প্রজাদেরও! দিন রাত কৃষ্ণার কথা নিয়ে এই আন্দোলন··· কৃষ্ণার নামে—

ভীম। চুপ··· কৃষ্ণা শুনবে। কুমারী কন্যার নামে কুৎ—(সভয়ে স্বীয় মুখ চাপিয়া, পরে রুদ্ধশ্বাসে) কৃষ্ণা নেই তো ··শুনলো না তো!

রত্না। (সকাতরে) প্রভু !

ভীম। রাত জেগে বসে বসে ভাবি রত্না, অপরূপ রূপে আলোকরা এই অপূর্ব কমলা নিবেদন করি কারে…কোথায় সে নারায়ণ !…মন্দিরে যায়না ও ?

রত্না। না…

ভীম। আমি-ই বারণ করেছিলাম সেই রাত্রির ঘটনা শুনে। যাক্ না…মন্দিরে যেতে চায়, যাবে না কেন ? দেবতা মানি তো তাঁর অদৃশ্য শক্তিকে বিশ্বাস করি ব'লেই ! কোথায় ও ?…কৃষ্ণা…

[নতশিরে কৃষ্ণার প্রবেশ…ভীমসিংহ কৃষ্ণার বিষন্ন মুখ লক্ষ্য করিয়া অব্যক্ত বেদনায় মুখ ফিরাইলেন।]

রত্না। আয় না…

কৃষ্ণা। (কম্পিত কণ্ঠে) কিছু বলবে বাবা ?

ভীম। (রুদ্ধশ্বাসে) না তো…(নতশিরে কৃষ্ণার প্রস্থান)…রত্না, …(অস্ফুটে)…সব শুনেছে ও…ছি ছি ছি ছি…মেয়েরা শোনে আড়ি-পেতে…ভারী অন্যায় !

[প্রস্থান]

[দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রত্না অন্দরাভিমুখে যাইতেছিলেন, একথানি ফুলের সাজিতে নির্মাল্য লইয়া সহাস্যে তুলসীর প্রবেশ।]

তুলসী। (নির্মাল্য দিয়া) ঠাকুরের নির্মাল্য, মা !…(রত্না শ্রদ্ধা-সহকারে নির্মাল্য লইয়া মাথায় রাখিলেন)…কৃষ্ণা কই ? ভালো তো !

রত্না। জানোই তো মা !

তুলসী। (সহাস্যে) ঠাকুর মানো তো মা ?

রত্না। মানি না ? আমি হিন্দুর মেয়ে, সন্তানের মা…

তুলসী। তাহলে এও তো মানো মা, তাঁরই ইচ্ছা না হ'লে একটা শুক্‌নো পাতাও ঝ'রে পড়ে না।

রত্না। মানুষের মন···ভুলে যায়···মনে থাকে না যে!

তুলসী। তাই তো চির চিণ্ময় ঠাকুরের মৃণ্ময় বিগ্রহ দর্শন শুধু চোখের দেখাই নয়···নির্মাল্য শুধু নীরব ফুল-তুলসী-ই নয়!

[কৃষ্ণা প্রবেশ করিয়া তুলসীকে দেখিয়াই সাবেগে দৃঢ় আলিঙ্গন করিল। রত্না প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণা অস্ফুটে—"তুলসী দি"—ডাকিয়াই ক্রন্দনোচ্ছ্বাস দমন করিতে তুলসীর স্কন্ধে মুখ চাপিয়া রহিল। তুলসী সস্নেহে, সজল নয়নে, কৃষ্ণার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া, সহাস্যে কহিল,—]

তুলসী। এই ছাখ···ঠাকুরের নির্মাল্য এনেছি যে!

কৃষ্ণা। (সসম্ভ্রমে) দাও!

তুলসী। (নির্মাল্য দিয়া) ভুলে গেলে?

কৃষ্ণা। (উৎকণ্ঠায়) কি···

তুলসী। (সহাস্যে) বাজের আওয়াজ···বিদ্যুতের নাচ···শিউরে শিথিল মুঠো থেকে পড়ে গেল চক্‌চকে ছুরি···শ্রদ্ধায় কে দিতে এলো জ্যোতির্ময় মালা···কোন্ অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে?

কৃষ্ণা। নাথদ্বারে হোল্‌কারের হাত কাঁপলো না তো!

তুলসী। মেবারে হীরের হারটাও কেউ পরলো না তো!···কারে ভয়? কিসের দুঃখ? আমরা তো অমৃতের সন্তান ··অনন্ত পথের যাত্রী!

[কৃষ্ণাকে বাহু বেষ্টনাবদ্ধ করিয়া লইয়া প্রস্থান। অপরদিক হইতে ভীমসিংহের প্রবেশ।]

ভীম। চেপে রাখতে চাই···পারি না···বেরিয়ে আসে···অবসাদে ভেঙ্গে পড়ে মন···চোখের উপর শত-সূর্য-কিরণ-দীপ্তিতে রূপায়িত হয়ে ওঠে সপ্তদশ শতাব্দীর মেবারী মর্যাদা···মেবারী ইতিহাস!

[ব্যস্তভাবে সতীদাসের প্রবেশ ও অভিবাদন]

সতী। মহারাণা, দলে দলে আরও আসছে জয়পুরীরা! অনুমতি দিন গিরিপথ রুদ্ধ ক'রে দিই···ওরা ফিরে যাক্!

ভীম। আশ্রয়প্রার্থী ফিরে যাবে মেবারের দ্বারে এসে! তা' কি হয়!...আর কিছু বলবে সতীদাস ?

সতী। সৈন্যাধ্যক্ষ সর্দার সিংহজী বলছিলেন, মহারাণার অনুমতি হ'লে মারাঠী শিবির আক্রমণ করবেন!

ভীম। কেন?

সতী। ছ'মাস থেকে ওরা সীমান্তে ঘাঁটি আগলে বসে আছে... অপমানিত বোধ করছেন সামন্ত সর্দাররা!

ভীম। থাক না। বসে থেকে ওরা যে মেবার পাহারা দিচ্ছে সতীদাস, নইলে—

সতী। নইলে ?

ভীম। সুন্দ উপসুন্দর যুদ্ধ গাঙ্গোলীতে না হয়ে মেবারেও হ'তে পারতো...যুদ্ধের ফলে জয়পুরীরা মেবারে না এসে, হয়ত মেবারীদের-ই পেটের দায়ে ভিক্ষায় বেরোতে হতো!

সতী। (নতশিরে) এতটা ভাবি নি মহারাণা!

[রক্ষীর প্রবেশ ও অভিবাদন]

রক্ষী। দু'জন পেশোয়ারীকে সন্দেহ হচ্ছে প্রভু!

সতী। পেশোয়ারী ?

রক্ষী। ফেরীওয়ালা...বল্‌ছে অকোলার ছাপাই কারখানা থেকে ছাপাই কাপড় কিনে বেঁচে!

সতী। হতে পারে...

রক্ষী। বাস্তুহারাদের বস্তির ওধারে ঘুরছিল...বলছে পুরাণা গ্রাহকরা এসেছে এখানে জয়পুর থেকে। ওদের গাঁটরী খুলে দেখলাম ...অকোলার ছাপাই কাপড়-ই রয়েছে ..

ভীম। যেতে দাও...(অভিবাদনান্তর রক্ষীর প্রস্থান).. জয়পুরীরা দেশে ফিরবার উদ্যোগ করছে না?

সতী। কোনই লক্ষণ দেখছি না মহারাণা,…

[ব্যস্তভাবে সীমান্ত রক্ষী-নায়কের প্রবেশ ও অভিবাদন।]

নায়ক। প্রভু, মারাঠীরা ছাউনি তুলে চলে গেল!

ভীম। চলে গেল!

সতী। কখন?

নায়ক। আজই ভোরে…

ভীম। (চিন্তিত ভাবে পরিক্রমণ করিয়া)…হুঁ…(রক্ষী-নায়ককে) সীমান্ত প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে সতর্ক থেকো, যাও…(অভিবাদনান্তে নায়কের প্রস্থান)…সতীদাস!

সতীদাস। প্রভু!

ভীম। ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার ক'রে জয়পুরাধিপতি সন্ধি করেছে জানো?

সতী। শুনেছি মহারাণা!

ভীম। জগৎসিংহ আবার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন…

সতী। মহারাণা এবারও প্রত্যাখ্যান করেছেন, জানি।

ভীম। পাঠান দস্যু-সর্দার আমীর খাঁ জগৎসিংহের সঙ্গে যোগদান করেছে জানো?

সতী। শুনেছি…

ভীম। মারাঠীরাও সরে গেল। এবার যুদ্ধ মেবারে। প্রস্তুত হও! সৈন্যাধ্যক্ষ সর্দার সিংহকে ডাকো…(অভিবাদনান্তর সতীদাসের প্রস্থান)…ছাউনি তুলে চলে গেল…এসব জানেনা, না এর মূলেও সিন্ধিয়া-ই?

[চিন্তিতভাবে প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[উদয়পুর প্রান্তে দুর্গম পার্বত্য পথ। কাল সন্ধ্যার পূর্বক্ষণ। বেগে পেশোয়ারী কাপড়া-ওয়ালা-বেশী আমীর খাঁ ও কাব্বাস্উদ্দীনের প্রবেশ।

আমীর। কাপড়াওয়ালা···হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ···কিন্তু কোথায় রোশেনা ?

কাব্বাস। গুম্ করলো সিন্ধিয়া ?

["ভাজি পকোড়ি কড়্ কড়্ড়্ড়্" হাঁকিতে হাঁকিতে ভাজিওয়ালার বেশে মারাঠী চরের প্রবেশ। ভাজিওয়ালা পথ চলিতেছিল···আমীর খাঁ ও কাব্বাস প্রচ্ছন্ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উহার গতি লক্ষ্য করিতেছিল। ভাজিওয়ালা পুনরায় হাঁকিতেই, "খবরদার" বলিয়া উদ্যত-মুষ্টি-উন্মাদিনী রোশেনা প্রবেশ করিল। রোশেনার উদ্যত মুষ্টি শিথিল হইল···রোশেনা হঠাৎ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া—"ওঃ"—আর্তনাদে, যেমন সহসা আসিয়াছিল তেমনি সহসা ক্ষিপ্রপদে উন্মাদভাবে পলায়ন করিল। মারাঠী চর বাহিরে ভয় ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া—"ও বাবা"—বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল। কাব্বাস পূর্ণ বিস্ময়ে—"কে কে রো—"বলিয়াই পথিকদ্বয়কে দেখিয়া প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া হাঁকিল—"কাপড়াওয়ালা"—পথিক মেবারীদ্বয়ের প্রবেশ]

১ম পথিক। আচ্ছা পাগলী···

২য় „ । সেই মন্দিরের পাগলী···কড়্ড়্ড়্ শুনলেই তেড়ে আসে···

১ম „ । লোকেও ক্ষেপিয়ে মজা দেখে ··পাগলী···রাজকুমারীকে মারতে ছোরা তুলেছিল···বদ্ধ পাগল···

[উভয়ের প্রস্থান]

আমীর। হোঃ হোঃ···

[কাব্বাস জিহ্বায় আক্ষেপ সূচক ধ্বনি করিল।]

আমীর। রোশ্নী বাউরী !!! ··জয়পুরীদের বলেছো তৈরী থাকতে ?

কাব্বাস। বলেছি···

আমীর। বলেছো জামসেদ আসছে আরও দু'হাজার পাঠান নিয়ে···

কাব্বাস। বলেছি···

আমীর। বলেছো···সুরুর সঙ্কেত ?

কাব্বাস। বলেছি···

আমীর। বাকি···রোশনী বাউরী !!!···আপ্‌শোষ ! আপ্‌শোষ !

কাব্বাস। এই আপ্‌শোষ হজম করবে চুপ্‌ চাপ্‌ ?

আমীর। হজম ?···(রোশেনার রক্তমাখা রেশমী রুমাল বাহির করিয়া উর্ধে তুলিয়া)···পাঠানী খুনের কসম্‌···বাই বাঁদী বনেগী কীষ্‌না···

[বহুদূর হইতে নাকাড়া ধ্বনি হইল···দূরাগত কণ্ঠে কে কহিল—"মোস্তায়েদ ?"

আমীর। (কান পাতিয়া শুনিয়া সোল্লাসে) বরাবর···আ গিয়া জাম্‌সেদ···(আদেশ সূচক কণ্ঠে)···খানেখারাব্‌ ফৌতি করে···

কাব্বাস। ছিন্‌ লে, লুট্‌ লে, তোড়্‌ দে, মার···

[বলিয়াই আমীর খাঁ বিদ্যুৎ বেগে প্রস্থান করিল। কাব্বাসও তাহার অনুসরণ করিল। নিকটবর্তী বহু কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"জয়পুরীয়া জিন্দাবাদ !"]

তৃতীয় দৃশ্য

[জয়পুরের পথে মারাঠী শিবির। কাল প্রভাত। কক্ষ মধ্যে দৌলত ও বাইজা।]

দৌলত। মেবার ছেড়ে আমরা জয়পুরের সীমায় এসেছি, বাইজা। এখান থেকে মারাঠী বাহিনী দেশে ফিরে যাবে, তোমার-ই অধীনে···

বাইজা। তুমি?

দৌলত। গাঙ্গোলীর যুদ্ধে হেরে জগৎসিংহ এবার ছলে কৌশলে মহারাণাকে বাধ্য করার চেষ্টা করছে। জানোই তো, কথা দিয়েছি, এ বিয়ে হবে না। এ ভাবে আর বসে থাকাও চলে না···

বাইজা। কি করবে?

দৌলত। আমার দেহরক্ষী ফরাসী গোলন্দাজদের নিয়ে জয়পুর আক্রমণ ক'রে আমি জগৎসিংহকে বন্দী করবো···তাকে আমরণ আটকে রাখবো জয়পুর, মেবার থেকে দূরে···সাহিয়াদ্রী পাহাড়ে মারাঠী কারাগারে!

বাইজা। স্বামী!

দৌলত। মলহরের ছিন্ন-শির দিয়ে তর্পণ করেছি পুষ্করে, জগৎ-সিংহকে বন্দী ক'রে ফিরবো মহারাষ্ট্রে···

[ভাজিওয়ালাবেশী মারাঠী চরের প্রবেশ ও অভিবাদন]

চর। রোশেনা বাইজী ধরা পড়েছে প্রভু। পাগল···বদ্ধ পাগল···

দৌলত। ভাণ! নিয়ে এসো···(চরের প্রস্থান) ··

বাইজা। ক্ষমা-ই করনা! নারী তো!

দৌলত। নারী! ও যদি নারী হয়, নরক তো এখানেই···

[নেপথ্যে চর—"চল্ চল্···কড় ড়্ড়্"—
" রোশেনা—"খবরদার···ওঃ"]

বাইজা। (চমকিয়া) ও কি !!!

দৌলত। নায়কী অভিনয় !

[সহসা বিদ্যুৎ গতিতে উন্মাদিনী রোশেনা আসিয়া বাইজার গায়ের উপর পড়িল। বাইজা রোশেনার গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইল…রোশেনা ক্ষণকাল উন্মাদবৎ বাইজাব দিকে দেখিয়া…সহসা মুষ্টিবদ্ধ হস্ত উঠাইল…নিজেই যথাশক্তি বলে চীৎকার করিল—"কড়ড়ড়ড়ড়…খবরদার…" বলিতে বলিতে রোশেনার উদ্যত মুষ্টি শিথিল হইল…বিভীষিকা দর্শনে আতঙ্কগ্রস্থার ন্যায়—"ওঃ"—আর্তনাদ করিয়া রোশেনা ক্ষিপ্রগতিতে পলায়ন করিল…চর নতশিরে—"বদ্ধ পাগল…" বলিয়াই অনুসরণ করিতেছিল…]

দৌলত। থাক, ছেড়ে দাও…(অভিবাদনান্তর চরের প্রস্থান)…

বাইজা। অভাগিনী !

দৌলত। স্মৃতির দংশন। শ্রীনাথজীর মন্দিরে সেই রাত্রে এসেছিল ছুরি তুলে‥ বজ্রনাদ হয়েছিল বাইরে…আমি চেঁচিয়েছিলাম, "খবরদার" ‥ শিউরে ছুরি ফেলে রোশেনা পালিয়েছিল সেই দুর্যোগেও…

বাইজা। মানুষের হাত এড়িয়েও দেবতার বিচার এড়ানো যায় না তো !

[তুকাজীর প্রবেশ ও অভিবাদন]

তুকাজী। রাজপুত রাজাদের সঙ্গে ইংরেজদের চুক্তি হয়েছে, ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেকের পরিচালনায় সবাই মিলে মারাঠা দমন করবে…

দৌলত। (সকৌতুকে অস্ফুটে হাসিয়া) আর পাঠান ?

তুকাজী। ইংরেজ সরকার আমীর খাঁকে আজমীরের নবাব ব'লে ঘোষণা করেছে…

দৌলত। আমীর খাঁ নবাব !!! বারে ইংরেজ…বাঃ…দীর্ঘইন !

তুকাজী। সসৈন্যে সেনাপতি লেক ছাউনি ফেলেছে আজমীরে !

[দীবঁইনের প্রবেশ ও অভিবাদন]

দৌলত। (দীবঁহনকে) ইংরেজের তাঁবেদার নবাব আমীর খাঁর দখল থেকে আজমীর ফোর্ট ছিনিয়ে নিতে হ'বে···(তুরী দিয়া) জল্‌দি···

[অভিবাদনান্তর দীবঁইনের প্রস্থান···নেপথ্যে বিগ্‌ল্ ধ্বনি]

তুকাজী। মেবারে বিপন্ন জয়পুরী বাস্তহারাদের ভীড়···

দৌলত। জানি···

তুকাজী। কাব্বাসের প্ররোচনায় তারা তুমুল আন্দোলন তুলেছে মেবারে···

দৌলত। শুনেছি···

তুকাজী। সব রকমেই ব্যর্থ হয়ে মহারাজ জগৎসিংহ গোপন চুক্তি করেছেন পাঠান সর্দার আমীর খাঁর সঙ্গে···

দৌলত। আমীর খাঁর সঙ্গে !!!

তুকাজী। আমীর খাঁ মেবার রাজকন্যাকে এনে দিলে বিশলাখ ·· রাজকন্যার মৃতদেহ নিয়ে দিলে দশলাখ টাকা দেবেন জগৎসিংহ···

দৌলত। (ক্ষণকাল হতবাক রহিয়া) শুনেছো বাইজা ? চুক্তি করেছে লোক-বিশ্রুত হিন্দু-দম্পতী নল দময়ন্তীর বংশধর, জয়পুরাধিপতি মহারাজ জগৎসিংহ···অভিজাত রাজবংশধর···চাষী মজুরের ছেলে নয়—

তুকাজী। বাস্তহারা আশ্রয়প্রার্থীর বেশে আমীর খাঁর পেশোয়ারীরাও ঢুকেছে মেবারে···তারাও কম নয়···

দৌলত। বল কি !!! রুখছে না মেবারীরা ?

তুকাজী। মেবারময় অসন্তোষ···ঘরে বাইরে রাজকন্যার নামে···

বাইজা। (সবলে ক্রন্দনোচ্ছ্বাস দমন করিয়া) চুপ্···(পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া বাইজা চলিয়া যাইতেছিল)···

দৌলত। বাইজা !···(বাইজা ফিরিল। তুকাজী নতশিরে প্রস্থান করিল)···কি বাইজা ?···

বাইজা। (ক্রন্দনাবেগ দমন করিয়া)·· তুকাজীকে ডেকেই শোন···

দৌলত। (বাইজার হাত ধরিয়া) তুমি-ই বল···কী এমন ঘটেছে মেবারে যা তুমি তুকাজীকে বলতে দিলে না, নিজেও বলতে পারছো না···

বাইজা। বলতে পারছিনে প্রভু!

দৌলত। আমারও তো জানা দরকার···

বাইজা। শ্রীনাথজীর মন্দিরে সেই রাত্রির ঘটনায়···মেবারময়···

দৌলত। মেবারময়···কি···কী···

বাইজা। তোমাকে জড়িয়ে কুমারী কৃষ্ণার নামে অপবাদ···

দৌলত। (বজ্রাহতের ন্যায়) অপবাদ !!!

[চলিয়া যাইতে চাহিয়াও বাইজা নড়িতে পারিল না। নিশ্চল দৌলতের হিমশীতল মুষ্টি হইতে হাত ছাড়াইতে পারিল না। দৌলতের মুখে চোখে এক অপরিসীম বেদনা ও অবসাদ প্রকট দেখিয়া সশঙ্কা বাইজা আতঙ্কে উৎকণ্ঠায় কম্পিত হস্তে দৌলতের গায়ে গলায় হাত বুলাইতে লাগিল···]

বাইজা। (অস্ফুট কাতর কণ্ঠে) স্বামী, সিন্ধিয়া, মারাঠা সর্দার !

দৌলত। (শুষ্ক কণ্ঠে) বাইজা, তুমিও···

বাইজা। না ওগো না···আমি এর এক বিন্দুও বিশ্বাস করিনা !

দৌলত। (সনিঃশ্বাসে) নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাস : আর নয়··· যা হবার হোক···কলঙ্ক-ম্লান মুখে চল ফিরে যাই মহারাষ্ট্রে···আমার বিচার করবে মারাঠীরা···

বাইজা। তোমার বিচার করবে হিন্দুস্থানের ঐতিহাসিক। তার পূর্বে কামান্ধ জগৎসিংহের বিচার করবে না তুমি সিন্ধিয়া ? তোমার-ই অনুরোধে, তোমার-ই একান্ত হিন্দুপ্রীতির প্রতি শ্রদ্ধায় মহারাণা, জগৎসিংহকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এবার সে অর্থ বিলিয়ে পাঠান

দস্যুর দল লেলিয়ে দিয়েছে কৃষ্ণাকে ছিনিয়ে নিতে···মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছে মেবারীদের মন বিষিয়ে দিতে···লজ্জায় মহারাণাকে অবসন্ন করতে বাঁচাবে না কৃষ্ণাকে···মেবারকে···মেবারীকে···

দৌলত। আমি !!!

বাইজা। তুমি।

দৌলত। চাষীর ছেলে তো...

বাইজা। মানুষ তারাইতো যারা ছুটে যায় বিপন্নের আর্তরোদন শুনে···নির্ভীক নিষ্কাম মনে। আত্ম প্রতিষ্ঠার এইতো মাহেন্দ্রক্ষণ সিন্ধিয়া। রাজস্থানের দম্ভ ধ্বসিয়ে মারাঠী পতাকা তুলে দাঁড়াবার এই তো দৈব ইঙ্গিত !

দৌলত। (উত্তেজিত ভাবে) তুকাজী·· আমার অশ্ব ··

[উত্তেজিত দৌলতরাও সহসা প্রাচীরে বিলম্বিত বিগ্‌ল্ লইয়া বাজাইল। বাইজা সোল্লাসে ক্ষিপ্র হস্তে দৌলতের তরবারি কটীতে বাঁধিয়া দিল,···পিস্তল কটী-বন্ধে আঁটিয়া দিল,···কোষ-বদ্ধ শাণিত ছুরি কটীবন্ধে গুঁজিয়া দিল···এবং মুহূর্তকাল দৌলতের দুই হস্ত ধরিয়া সগর্বে সহাস্যে তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া·· যুক্ত করে দৌলতের হস্ত টানিয়া চুম্বন করিয়া বেগে প্রস্থান করিল। ব্যস্তভাবে সশস্ত্র দীবঁইন, অম্বজী ও তুকাজী প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।]

তুকাজী। অশ্ব প্রস্তুত সিন্ধিয়া !

দৌলত। অম্বজী, তুকাজী, দীবঁইন !

সকলে। সিন্ধিয়া !

দৌলত। আমি যাচ্ছি মেবারে।···বাইজা বাঈকে নিয়ে আপনারা সসৈন্যে ফিরে যান মহারাষ্ট্রে···

[প্রস্থানোদ্যত]

অম্বজী। ফিরে যাবো !!!

দৌলত। দুর্গম মেবার···দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি·· ফিরে যান···

[বেগে প্রস্থান]

[সশস্ত্রা বাইজার প্রবেশ]

বাইজা। অনুসরণ কর দীবঁইন…

দীবঁইন। (সোল্লাসে) হোপ্‌লা ..

[বেগে প্রস্থান]

বাইজা। হোক্ দুর্গম…কে রুখ্‌বে মারাঠার দুর্বার গতি? হোক্‌না দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি…কে রুখবে মানবাত্মার শাশ্বত পুরুষকার?

[নেপথ্যে সামরিক ব্যাণ্ড্ বাজিতে লাগিল]

অম্বজী। মা, মা,…

বাইজা। ওই যায় বিদ্যুৎ বহ্নি রেখায় মূর্তিমান মারাঠী প্রতিভা… ওই তাঁর এগিয়ে চলার আহ্বান…পাহাড়ী মারাঠা, পাহাড়ের মতো তোল শির…মৃত্যুর চেয়েও নির্ভীক ..

[বেগে বাইজা প্রস্থান করিল। তরবারি কোষোন্মুক্ত করিয়া অম্বজী ও তুকাজী বাইজার অনুসরণ করিল। নেপথ্যে সামরিক ব্যাণ্ড্ বাজিতেছিল।]

চতুর্থ দৃশ্য

[উদয়পুর প্রাসাদ দুর্গের সম্মুখভাগে অনুচ্চ প্রস্তর বেষ্টনী বিশিষ্ট প্রশস্ত চাতালের অভ্যন্তরভাগ। বেষ্টনীর মধ্যস্থলে দ্বার এবং তৎপর অদৃশ্য সোপান শ্রেণী। দূরে অত্যুন্নত মেবার পাহাড়। চাতালের ভিত্তি…ভূমি হইতে অনেকটা উঁচু। কাল সন্ধ্যা। অন্দরের দিক হইতে রত্নাবাঈ এবং বাহির হইতে অদৃশ্য সোপানারোহণ করিয়া ভীমসিংহের প্রবেশ।]

ভীম। জয়পুরী আশ্রয়প্রার্থীদের ছদ্মবেশে আমীর খাঁর পাঠানরাও মেবারে…উদয়পুরে ঢুকে আত্মগোপন করেছিল। মারাঠীরা ছাউনি তুলে চলে যেতে ওরা-ই এসেছে দলে দলে। সশস্ত্র বিপ্লব ওদের-ই।

জেনে শুনেই সরে গেছে সিন্ধিয়া দৌলতরাও। কী নীচ! চাষী তো!

রত্না। উদয়পুর থেকে বিপ্লবীদের হটিয়ে দিয়েছ, শুনলাম···

ভীম। হটে গিয়ে ওরা মেবারের পল্লীতে পল্লীতে অত্যাচার সুরু করেছে। গুপ্ত ঘাতকের গুলীতে সৈন্যাধ্যক্ষ সর্দার সিংহ আহত। আমি যাচ্ছি পল্লীর দিকে। জাতীয় দুর্যোগে প্রাসাদ-দুর্গ রক্ষার ভার থাকে মহারাণীর হাতে···

রত্না। আমরা-ই প্রাসাদ রক্ষা করবো মহারাণা। পারবো।

ভীম। কৃষ্ণাকে সতর্ক থাকতে ব'ল। কোনও দোষ নেই ওর ·· কিন্তু কি দুর্দৈব!! কৃষ্ণাকে-ই উপলক্ষ্য ক'রে, যুদ্ধে বিপ্লবে হাজার হাজার রাজপুত হারালো প্রাণ···রাজস্থান হারালো স্বাধীনতা!

রত্না। স্বাধীনতা?

ভীম। গোটা হিন্দুস্থান আজ সখ্যর নামে ইংরেজের অনুগত! আত্মরক্ষার আতঙ্কে ইংরেজের শরণাগত! একটার পর একটা গ্রাস করছে "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" ইংরেজ। জয়পুরীরা চেঁচাচ্ছে, "কৃষ্ণা-ই দায়ী···কৃষ্ণাকে চাই-ই। অপমানে ক্ষিপ্ত মেবারীরা বলছে, "হত-ভাগিনী মরেও না তো!" ওঃ···কোথায় কৃষ্ণা?

রত্না। মন্দিরে···

ভীম। মন্দিরে!!! কেন যেতে দিলে এই সঙ্কট ক্ষণে?

রত্না। বিপ্লবীদের আক্রমণে তুলসী আহত হয়েছে শুনে, প্রাসাদ রক্ষীদের নিয়ে কৃষ্ণা গেছে মন্দিরে···

ভীম। রক্ষীরাও নেই···

রত্না। আমরা-ই রয়েছি তো···

ভীম। বিপ্লবী পাঠানরা এসে প্রাসাদ আক্রমণ করলে?

রত্না। মহারাণার ডাকে জন্মভূমি রক্ষায় মেবারী যারা ঘর ছেড়ে

বেরিয়ে এসেছে…তাদের ঘর বাড়ীও তো আক্রমণ করছে পাঠান। তাদের ঘরেও মেয়েরা রয়েছে তো!

ভীম। আমি যাচ্ছি রত্না…

[বেগে সোপানাবতরণ করিয়া প্রস্থান]

রত্না। গর্বোন্নত শির মেবার পাহাড়! সহস্র-চক্ষু শত বাসবের দিব্য দৃষ্টি, বজ্রশক্তি দিয়ে মহারাণাকে রক্ষা ক'র · মেবারীদের রক্ষা ক'র…

[সোপান পথে রক্ষীর প্রবেশ ও অভিবাদন]

রক্ষী। মন্দিরে এখন আর কোনও গোলযোগ নেই মা…

রত্না। তুলসী মাইজী?

রক্ষী। একদল জয়পুরী মন্দির লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ছিল…তাতেই মাইজীর লেগেছে খুব!

রত্না। রাজকুমারী কখন ফিরবেন?

রক্ষী। কিছু বলেন নি মা…

রত্না। তুমি আবার যাও। বলবে…বেশী দেরী না করতে।

রক্ষী। এখুনি যাচ্ছি মা।

[প্রণাম ও সোপান পথে প্রস্থান]

রত্না। ঠাকুর, দুঃখ, দুর্ভাগ্যের অভিযোগ করি না…নিয়তির দুর্জ্ঞেয় গতি, দুর্দম শক্তির প্রাধান্য স্বীকার ক'রে তুমি নিজেই তো সর্বহারার বেশে এসেছো মেবারে! শুধু এই টুকুই কৃপা কর শ্রীনাথজী, পাষাণ বিগ্রহের মতো আঘাত অমর্যাদাও যেন হাসি মুখে-ই অগ্রাহ্য করতে পারি…

[দূরে জনতার কোলাহল…"ঘের…ঘিরে ফেল…দখল কর…ঢুকে পড়…ছিনিয়ে নাও রাজকন্যাকে…"। রত্না চমকিয়া বেষ্টনীর নিকটে যাইয়া লক্ষ্য করিল। কোলাহল নিকটবর্তী হইতে লাগিল। দু'চার বার বন্দুক ধ্বনিত হইল। অবিচলিত

কণ্ঠে রত্না ডাকিলেন…"প্যারী !"…ব্যস্তভাবে রামপ্যারী প্রবেশ করিল…রত্না প্যারীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,…"হাতিয়ার"…রামপ্যারী দ্রুত প্রস্থান করিল এবং বন্দুক সহ পুনঃ প্রবেশ করিয়া উহা রত্নাকে দিল। রত্না অবিচলিত হস্তে বন্দুক লইয়া প্রস্তুত হইলেন।]

রত্না। মেয়েদের ডেকে বল্—প্রাসাদ রক্ষা করতে—পাতালঘরে জ্বেলে রাখ্ জহরানল…"

[প্যারী বেগে প্রস্থান করিল। রত্না বেষ্টনীর উপর দিয়া শত্রু লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুঁড়িলেন। কোলাহল নিকটতর হইল। সেই দিক হইতেও বন্দুক ধ্বনিত হইল। কুলনারিগণ তীর বল্লম বর্শা হাতে প্রবেশ করিয়া চাতালের নিম্নে শত্রু লক্ষ্য করিয়া যে যাহার অস্ত্র ছুঁড়িল। রত্নাও গুলী ছুঁড়িতে লাগিলেন। প্যারী অস্ত্র যোগাইতে লাগিল। শত্রুগণের নিক্ষিপ্ত গুলীতে কুলনারিগণের কয়েকজন আহতও হইল।…কোলাহলও ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল…"তোর…মারো· · হালাল কর জয়পুরীযা জিন্দাবাদ!" সহসা অদূরে কে পরুষকণ্ঠে আদেশ করিল, "ফায়ার"…সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহু বন্দুক ধ্বনি হইল।…আর্তনাদ উঠিল… "ওঃ…ওহো…হো…তোঃ…রে রে রে রে…এই ই-ই-ই…ইয়া আল্লা…" রত্না ও কুলনারিগণও অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছিল…রত্না শত্রু লক্ষ্য করিয়া বেষ্টনীর মধ্যস্থলে দ্বারমুখী হইয়া বসিয়া গুলী ছুঁড়িতেছিলেন। গুলী ফুরাইয়া গেল…রত্না চেঁচাইয়া কহিলেন,…"প্যারী—গুলী…গুলী"…প্যারী গুলী আনিতে প্রস্থান করিল। সেই সময় নগ্ন তরবারি হস্তে রক্তাক্ত ভীষণ মূর্তি জনৈক পাঠান সোপানারোহন করিয়া উঠিয়া আসিল। রত্না চেঁচাইলেন,…"প্যারী—গুলী"…বিকট হাস্যে পাঠান উঠিয়া আসিতেছিল। সেই মুহূর্তে অন্দরের দিক হইতে বন্দুক হস্তে বাইজা বাঈ প্রবেশ করিয়া রত্নার পশ্চাত হইতে পাঠানের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুঁড়িল— "ওঃ…ওঃ…" আর্তনাদে পাঠান পড়িয়া গেল।]

বাইজা। প্রাসাদ দখল করবে পাঠান—রাজপুতের মেয়ে বেঁচে থাকতে…?

রত্না। (সবিস্ময়ে) কে…কে রে…বাইজা !!!

বাইজা। আমি মা···(রত্নার সম্মুখে যাইয়া রত্নাকে আড়াল করিয়া বহির্মুখী দাঁড়াইয়া) বিশ্রাম কর তুমি···আমি আগলাচ্ছি। পাঠান ঘিরেছে প্রাসাদ···আমরাও ঘিরেছি ওদের···

[নেপথ্যে—দীবঁইন —"ফায়ার"···পূর্বের ন্যায় কোলাহল···]

রত্না। তোরা···মারাঠীরা !!!

বাইজা। শুধু মারাঠী-ই কি তারা মহারাণী ? বিপন্নের ডাকে এগিয়ে এলো যারা তারা মানুষ-ই তো···

[ইত্যবসরে বন্দুক হস্তে দীবঁইন সোপানারোহণ করিয়া, বাইজা প্রভৃতিকে পশ্চাতে রাখিয়া, আদেশ করিল,—"চার্জ বেয়ঁনেট্···কুইক্···রাশ্···" সোল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে কহিল,—"হোঃ হো হো হো···হোপ্‌লা···কুপ্-ছ্যঁ-গ্রেস্···লা-লা-লা-লা··· হোপ্‌লা..." এদিকে ভিতরে বাইজা রত্নার পদধূলি লইয়া কহিল,—"ওঠ মা, আমরাও তোমার-ই ছেলে মেয়ে।"]

পঞ্চম দৃশ্য

[মেবার পাহাড়ে নির্জন অন্ধকার উপত্যকা। কাল রাত্রি। দূরে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার রক্তিমাভা দেখা যাইতেছিল। উহাতেই উপত্যকা পথ ঈষৎ আলোকিত। তীক্ষ্ণ শীষ্-ধ্বনি করিয়া নিঃশব্দে বেগে আমীর খাঁ ও তৎপশ্চাৎ কাব্বাসউদ্দীনের প্রবেশ।]

আমীর। কোথায় জামসেদ !

কাব্বাস। মহারাণার খাস্ কেল্লা দখল করতে গিয়ে হটেছে জামসেদ।

আমীর। হটেছে !!

কাব্বাস। লড়াই দিয়েছে মেবারী আওরতের দল · জোর···

আমীর। হোঃ হো···আওরত্ !!!

কাব্বাস। পরোয়া নেই…ওই মেবারী বস্তির পর বস্তি জ্বলছে ‥ লুট্‌ছে জামসেদের দল বে-দরদ…ফির চড়াও করবে কেল্লা…

[নিঃশব্দে জামসেদের প্রবেশ ও অভিবাদন]

আমীর। জামসেদ !

জামসেদ। হুজুর !

আমীর। পুরা পাঠান জঙ্গী‥হটা আওরত্ মোতাবেক ?

জামসেদ। (নতশিরে) হুকুম…

আমীর। (সরোষে) হুকুম দে চুকা ‥কর্ তামিল…বাই বাঁদী বনেগী কীষ্‌ণা…যব্ তক্ না মিলে কীষ্‌ণা…হো জিন্দা…হো মুরদা… ছিন্‌লে তামাম্ মেবারী আওরত্…বে-কসুর্…বে-দরদ্…বে-তায়্‌দাদ্… (সেলাম করিয়া জামসেদের প্রস্থান)…কাব্বাস !

কাব্বাস। নবাব !

আমীর। খুব খপ্‌সুরত্ কীষ্‌ণা ?

কাব্বাস। দুস্‌রি নুর্‌জাহান্…(ইঙ্গিত করিয়া) লে চল্ আজমীর…

আমীর। হোঃ হো…

[পশ্চাতের পর্বতোপরি পথে দৌলতরাও ও দীবঁইন প্রবেশ করিয়া যাইতে যাইতে কহিল]

দৌলত। বস্তি জ্বালিয়ে দাও…গুলী ক’রে মারো জয়পুরী… পাঠান…বেইমানের দল…

দীবঁইন। রাইট্ ইওর একসেলেন্সী !

আমীর। কোন্ ? (পিস্তল বাহির করিয়া অগ্রসরোদ্যত)

কাব্বাস। (বাধা দিয়া) সিন্ধিয়া…দীবঁইন…সবুর…

[উভয়ের সন্তর্পণে প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[শ্রীনাথজীর মন্দির। বিরাম কুঠির বহির্ভাগে বিস্তৃত উদ্যান। কাল পূর্ণিমা রাত্রি। দূরে মেবার পাহাড়। দ্বারে কৃষ্ণা ও রক্ষী।]

কৃষ্ণা। মাকে বল, রক্ষীরা ফিরে এলেই যাবো…(মন্দিরাভ্যন্তরে প্রস্থানোদ্যত)

রক্ষী। বলবো মা…

[প্রণামান্তে রক্ষীর প্রস্থান]

[সশস্ত্র ভীমসিংহের প্রবেশ]

ভীম। কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা। (ফিরিয়া)…বাবা!

ভীম। তুলসীকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে যা' মা। মেবারময় আগুন…আক্রোশ…উৎপীড়ন…ক্ষুব্ধ ক্ষিপ্ত মেবারীরাও! কী নিষ্ঠুর, নিয়তি!

কৃষ্ণা। (নতশিরে) তবুও মানুষ মানে না তো…

[আহত সতীদাসের প্রবেশ]

সতীদাস। মহারাণা, মারাঠীরা জয়পুরীদের বস্তি পুড়িয়ে নির্বিচারে হত্যা করছে…

ভীম। মারাঠীরা!!!

সতী। উপত্যকা পথে উদয়পুরে প্রবেশ করবার সব ক'টা ঘাঁটি আগ্‌লে রয়েছে মারাঠীরা-ই, প্রাসাদ দুর্গ ঘিরেছে দীবঁইন…

কৃষ্ণা। (প্রবল উৎকণ্ঠায়) মা…মহারাণী?

ভীম। ঘাঁটি আগলে মারাঠীরা…প্রাসাদ ঘিরে দীবঁইন...মেবার-ময় পাঠান পেশোয়ারী…বল কি সতীদাস?

সতী। চক্রান্ত···ওদের মিলিত চক্রান্ত। মারাঠী পাঠান দস্যুর মিলিত উৎপীড়ন! ওদের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেতে মেবারময় জ্বল্‌ছে জহরানল!

কৃষ্ণা। অসংখ্য মেবারীর মান মর্যাদা প্রাণের বিনিময়ে একা আমি-ই কি বেঁচে থাকবো মহারাণা···সর্বহারার অভিশাপে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে না, সগর বংশের মতো, মেবারীরাও !!!

[বেদনায় ম্লান, অপমানে উত্তেজিত ভীমসিংহ পর পর কৃষ্ণা সতীদাস ও মন্দিরাভিমুখী তাকাইয়া সহসা, রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে—"সতীদাস" বলিয়া ডাকিয়াই বেগে প্রস্থান করিলেন। সতীদাস তাঁহার অনুসরণ করিবার পূর্বে বলিয়া গেল—"সতর্ক থেকো মা।" কৃষ্ণা ক্ষণকাল বিহ্বলভাবে দাঁড়াইয়া ভীমসিংহ যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই স্থানে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া সগর্বে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।]

দৃশ্যান্তর—

[মন্দির সংলগ্ন নাট-মন্দির। মন্দির মধ্যে শ্রীনাথজীর বিগ্রহ...চাতালে একটি স্তম্ভে হেলান দিয়া মাথায় বাহুতে পটী বাঁধা তুলসী বসিয়াছিল। নাট-মন্দির জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত। প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। মন্দির মধ্যে বিগ্রহের উভয় পার্শ্বে প্রজ্বলিত প্রদীপ। নাট-মন্দির অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণা চাতালের নিকটবর্তী হইয়া বিগ্রহ প্রণাম করিল।]

তুলসী। রক্ষীরা ফিরে এলো না এখনও?

কৃষ্ণা। আসেনি ···

[ব্যস্ত ভাবে রক্ষীর প্রবেশ ও অভিবাদন]

রক্ষী। মা! পাঠানদের হটিয়ে মারাঠীরা প্রাসাদ রক্ষা করেছে। মায়েরাও মেরেছে অনেক পাঠান···অনেক জয়পুরী···মহারাণী মাইজী ব'লে পাঠালেন—একটু বাদে তিনি নিজে-ই আসবেন আপনাকে নিয়ে যেতে।

[কৃষ্ণা সহাস্তে মাথা হেলাইল। রক্ষী অভিবাদনান্তর প্রস্থান করিল]

তুলসী। পাঠানদের হটালো মারাঠীরা…সিন্ধিয়া-ই বুঝি…!!!

কৃষ্ণা। (প্রচ্ছন্ন আনন্দে) তুমি ওঠ তো…

[কৃষ্ণা সন্তর্পণে তুলসীকে ধরিয়া তুলিল এবং উভয়েই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে পা বাড়াইল। নাট-মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়াইয়া উচ্ছৃঙ্খল বেশে কর্কশকণ্ঠে আমীর খাঁ কহিল,—"ঠার্"—কৃষ্ণা ও তুলসী উভয়েই চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।]

কৃষ্ণা। কে ?

[লোলুপ দৃষ্টিতে কৃষ্ণার দিকে তাকাইয়া বাম হস্তের অঙ্গুলী সঙ্কেতে কৃষ্ণাকে আহ্বান সূচক ইঙ্গিত করিয়া আমীর খাঁ অর্ধব্যক্ত ধ্বনিতে হাসিল। তুলসী কৃষ্ণাকে আড়াল করিয়া সম্মুখে আসিল।]

তুলসী। কে তুমি ?

আমীর। আমীর খঁ…

[কৃষ্ণা উদ্যত সশঙ্ক চিৎকার অন্তর্মুখী নিঃশ্বাসের সহিত টানিয়া রোধ করিয়া সবলে আত্ম সম্বরণ করিল। আমীর খাঁ উহাদের দিকে অগ্রসর হইতে পা বাড়াইল।]

তুলসী। কৃষ্ণা সর…(আমীর খাঁকে) এখানে কি চাই ?

আমীর। (সরোষ-কৌতুকে) হট্ বাউরী…(নিকটবর্তী হইয়া সবলে তুলসীকে ঠেলিয়া দিয়া)…ফাল্‌তো…ফারাক্…

[কৃষ্ণা বাম বাহুতে তুলসীকে জড়াইয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে শাণিত ছুরিকা উদ্যত করিয়া সরোষে গর্জিয়া উঠিল,—"পাঠান সর্দার!".. সহসা কৃষ্ণার করাল মূর্তি দেখিয়া আমীর খাঁ থমকিয়া দাঁড়াইল কিন্তু পরক্ষণেই অকুতোভয়ে উচ্চহাস্য করিল।]

আমীর। হোঃ হো,—ঠোক্…(ছুরি বাহির করিয়া) ঠোক্…

তুলসী। নরাধম !

আমীর। (সোল্লাসে সর্বাঙ্গ দোলাইয়া) ঠোক্…(সরোষে)…

বাকি খুন্ খতম্ খারিজ্ হোগি হাজারো মেবারী আওরত্—যব তক্ না মিলে কীষ্ণা…হো জিন্দা…হো মুর্দা…

কৃষ্ণা। (ছুরি নামাইয়া) এই তুচ্ছ দেহটার জন্য-ই এত !!!

আমীর। ফির্ ?

কৃষ্ণা। (সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস টানিয়া) ওঃ…শ্রীনাথজী !…

আমীর। চল্…(কৃষ্ণার দিকে অগ্রসর হইল)…

তুলসী। (অকুতোভয়ে পথ রোধ করিয়া) সাবধান…

আমীর। (সরোষে) ফির্…(তুলসীকে আঘাত করিতে ছুরি উদ্যত করিল)…

[নিমেষে কৃষ্ণা সবলে তুলসীকে পশ্চাতে টানিয়া সরাইয়া সগর্বে শিরোন্নত করিল। সেই সময় নেপথ্যে বন্দুক ধ্বনি হইল। আমীরের উদ্যত হস্তের মণিবন্ধে গুলী বিদ্ধ হইল...ছুরি ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল। আমীর খাঁ সগর্জনে —"কোন্"—বলিয়া বাম হস্তে কম্পিত-রক্তাক্ত দক্ষিণ হস্তের ক্ষত চাপিয়া ধরিয়া পুনরায় কহিল,—"কোন্"...বাহিরে লক্ষ্য করিয়া —"সিন্ধিয়া !!! আচ্ছা..." বলিয়া নিমেষে পলায়ন করিল। ঠিক সেই সময়, নেপথ্যে অদূরে ভীমসিংহ ডাকিলেন, —"কৃষ্ণা…তুলসী..." তুলসী নির্বাক শ্রদ্ধায় শ্রীনাথজীর দিকে তাকাইয়া শ্রান্ত ভাবে বসিয়া কহিল,—"ঠাকুর !" কৃষ্ণা সজল চক্ষে স্তব্ধ বিস্ময়ে নিশ্চল দাঁড়াইয়াছিল। বর্মাবৃত গোলন্দাজ বেশে, ধূমায়মান পিস্তল হস্তে ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া দৌলত-রাও কহিল,—"কোথায় পালালো ?" এবং আমীর খাঁকে না দেখিয়াই বেগে বাহির হইয়া যাইবার মুখে...ক্ষিপ্রপদে ভীমসিংহ দৌলতের পথরোধ করিয়া প্রবেশ করিয়া, দৌলতকে পিস্তল হস্তে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়াই কহিলেন,—"কোথায় পালাবে নরাধম ?" ভীমসিংহের পরিচ্ছদের অনেকাংশ দগ্ধ। অঙ্গে একাধিক ক্ষত মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইতেছিল। ভীমসিংহকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া প্রবল উৎকণ্ঠায় কৃষ্ণা তাঁহার নিকটে যাইয়া কহিল,—"বাবা, একি !!!"]

ভীম। (সবলে কৃষ্ণাকে সরাইয়া) সর…শুন্‌বি পরে। বার বার ওকে ক্ষমা করেছি। আর নয়…

কৃষ্ণা। বাবা !

ভীম। রক্তে লাল চম্বলের জল···মেবার শ্মশান···দায়ী ও···চক্রান্ত ওর···উৎপীড়ন ওর···

কৃষ্ণা। বাবা···(ভীম সিংহের বাহুসংলগ্না হইয়া)···না··· না···

দৌলত। অকৃতজ্ঞ মেবারী !

ভীম। (সরোষে কৃষ্ণাকে সরাইয়া তরবারি নিষ্কাষণ করিয়া) অস্ত্র নে বর্বর !

দৌলত। (সরোষে) উত্তম···(পিস্তল ফেলিয়া তরবারি নিষ্কাষণ)

নিমেষ মধ্যে—

ভীমসিংহ ও দৌলতরাও প্রবল উত্তেজনায়, সরোষে পরস্পরকে আঘাত করিতে তরবারি উদ্যত করিল···বৃথা-ই ভূলুণ্ঠিতা তুলসী আর্তস্বরে চিৎকার করিল,—"মহারাণা···সিন্ধিয়া !" বৃথা-ই সরোদনে সশঙ্কা কৃষ্ণা উভয়ের মধ্যে পড়িয়া,—"বাবা ...বাবা" বলিয়া, দৌলতকে পশ্চাতে রাখিয়া, প্রসারিত হস্তে পিতার উদ্যত তরবারির আঘাত রোধ·করিতে চেষ্টা করিল। বলিষ্ঠ যুবক দৌলতরাও, কৃষ্ণাকে তদবস্থায় দেখিয়াই আতঙ্কে "রাজকন্যা" বলিয়াই অসীম শক্তিতে স্বীয় তরবারির গতি সম্বরণ করিয়া, উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ব্যস্তভাবে কৃষ্ণাকে সরাইয়া নিতে বাহু বাড়াইল। বৃদ্ধ রোষান্ধ ভীমসিংহ আঘাত বেগ সম্পূর্ণ রোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহার তরবারির অগ্রাংশ কৃষ্ণার স্কন্ধের উপর আঘাত করিল। কৃষ্ণা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া দৌলতের বাহুর উপর ঢলিয়া পড়িল। "কী করলেন মহারাণা"—বলিয়া পড়িতে পড়িতে তুলসী ছুটিয়া আসিল। দৌলত তুলসীর প্রসারিত হস্তে কৃষ্ণাকে সন্তর্পণে স্থাপন করিল। তুলসী কৃষ্ণার মাথা ক্রোড়ে লইয়া বসিল। ভীমসিংহ বজ্রাহতের ন্যায় ···"কী—কী—কৃ—কৃ—"উচ্চারণ করিতে করিতে ভূলুণ্ঠিতা কৃষ্ণার পাশে বসিয়া পড়িলেন।]

তুলসী। (সরোদনে) কৃষ্ণা···

কৃষ্ণা। (পরম তৃপ্তিতে) তুলসী দি'···(সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে, সবলে মাথা তুলিয়া দৌলতের দিকে চাহিয়া) আমীর খাঁ···(বলিয়াই শ্রান্ত ভাবে তুলসীর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল)

[বজ্রাহতের ন্যায় শিহরিয়া দৌলতরাও ক্ষিপ্র পদে বাহির হইয়া গেল। কৃষ্ণার আহত স্কন্ধ হইতে প্রবল বেগে রক্ত নির্গত হইতেছিল। অনুশোচনা ও বেদনায় বিহ্বল ভীমসিংহ স্বীয় বসন সবলে টানিয়া ছিড়িয়া কৃষ্ণার আহত স্থান চাপিয়া ধরিল।]

কৃষ্ণা। বাবা !

ভীম। (বিকৃত স্বরে) কৃষ্ণা···

কৃষ্ণা। আমি মরে বাঁচুক মেবার···মেবারী মর্যাদা···

[নেপথ্যে বিকট আর্তনাদ হইল .."আঃ...আ—ঃ...আ—ঃ হা-হা-হা"

ভীম। (চমকিয়া) ও কি !!!

["কৃষ্ণা...কৃষ্ণা .." ডাকিতে ডাকিতে বেগে রত্নাবাঈ ও বাইজাবাঈ প্রবেশ করিল—এবং কৃষ্ণার অবস্থা দেখিয়াই..."একি" বলিয়া উভয়েই মুহূর্তকাল বজ্রাহতার ন্যায় স্তম্ভিতা রহিল। রত্নাবাঈ পরক্ষণেই আর্তস্বরে "কৃষ্ণা" বলিয়া ডাকিলেন। কৃষ্ণা "মা" বলিয়া আপ্রাণ শক্তিতে রত্নার দিকে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, উঠিবার চেষ্টা করিল।... পারিল না।...কৃষ্ণার প্রাণহীন দেহ লুটাইয়া পড়িল। রত্না উন্মাদিনীর ন্যায় কৃষ্ণার বুকের উপর "মা—আমার" বলিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। বিশৃঙ্খল কেশ, রক্তাক্ত বসনে, প্রসারিত দুই হস্তের তালুতে রক্তপিণ্ড লইয়া, শ্রান্ত ভাবে টলিতে টলিতে, শুষ্ক অথচ তৃপ্তকণ্ঠে অস্ফুটে—"আঃ—আঃ" বলিতে বলিতে দৌলতরাও প্রবেশ করিল]

বাইজা। এ কি !!!

ভীম। ও কি !!! · কী ও ?

[শোণিতাক্ত পিণ্ডবর, নতশিরে, কৃষ্ণকুমারীর পায়ের উপর নিবেদন করিয়া, দৌলতরাও বাইজার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বাইজা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইল।]

দৌলত। আমীর খাঁর দু'টো চোখ!

[মন্থর পদে শোকার্ত দৌলতরাও প্রস্থান করিল। বাইজা তাহার অনুসরণ করিল এবং ধীরে ধীরে সমস্ত আলোক নিষ্প্রভ হইয়া মন্দির গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইল।]

—যবনিকা—

শ্রীঅতুলানন্দ রায় বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যভারতী
রচিত সরল সচিত্র শিশুপাঠ্য

: :

গদাধর

বালক শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ পরিচালিত "উদ্বোধন," অন্যতম সংবাদপত্র যুগান্তর, আনন্দবাজার, মহিলা প্রভৃতি ও বাংলার শ্রেষ্ঠ মণীষী ও শিক্ষবিদগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের অমৃতময় বাল্যজীবন কথা।

মূল্য-৩য় সংস্করণ ৸৹ ভিঃপিঃ ডাকে ১৵৹

মানুষ হ'লেও দেবতা বলি

আনন্দ বাজার পত্রিকার "আনন্দমেলা"য় প্রকাশিত— সংলাপ-মধুর-মহাভারতীয় কথা ও কাহিনী। সর্বত্র সকলেই পুস্তকখানির প্রশংসা করিয়াছেন।

মূল্য ১৷৹ ভিঃপিঃতে ১৷৵৹।

"প্রত্যেক ছেলেমেয়ের পড়ার যোগ্য ও সুখপাঠ্য।

:০:

প্রকাশক: অরোরা,...দেশবন্ধুনগর, ২৪-পরগণা, (কলিকাতা-৩০)
কলিকাতার প্রতিনিধি—শ্রীঅক্ষয়কুমার গুহ, ২৯৷১ শঙ্কর হালদার লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা-৫